যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৬	৬	-	-	৩	৩	৬৬.৬৭%-১২০%	৫	৯.৭৬%-২৬৫%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত মেয়াদকাল	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
১.	বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান	৭৩৭২.৮৩	জানুয়ারি, ২০০৯- ডিসেম্বর, ২০১৪	১। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল। ২।কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।
২.	???????? ?????? ?????? ???????? ???????? ??? ????? ??????????? ????????????? ??????? ? ??????	২১৬৪.৫৮	জুলাই, ২০১২- জুন, ২০১৫	--
৩.	Establishment of Training and Employment Generation Centre for the Vulnerable Youth and Adolescent's (Revised)	১৭৯৮.৬৪	জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৫	- --
৪.	পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (২য় সংশোধিত)	১১৮৮১.৪৬	জুলাই, ২০১০- জুন, ২০১৫	১। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল । ২। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।
৫.	২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কম প্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত)	১০৫৫২.৪৯	জানুয়ারি, ২০১১- ডিসেম্বর, ২০১৪	১। টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব। ২।কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।
৬.	সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও হেলথ কেয়ার স্থাপন (সংশোধিত)	১২১৯.৭৬	জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৫	--

০৩। সমস্যা ও সুপারিশঃ

এডিপি সেক্টরঃ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

(ক) “বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প

সমস্যা	সুপারিশ
১. ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন হলেও সেই জমি দখলে পাওয়া যায়নি।	১. অধিগ্রহণকৃত জমির দখল পেতে সংস্থা ও মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
২. প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত কোচদের মাসিক সম্মানীর পরিমান কম হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।	২. সমগ্র দেশে জেলা পর্যায়ে/তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখাসহ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কোচ দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কোচদের সম্মানী বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

(খ) “???????? ?????? ?????? ???????????? ???????? ???????? ??? ????? ??????????” ??? ???????????
শীর্ষক প্রকল্প

১. প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত পুরাতন টার্ফের মান ভাল না থাকায় প্র্যাক্টিস মাঠের অর্ধেকটায় (প্রায় ৩৭৬০০ বর্গফুট) লাগানো সম্ভব হয়েছে। পুরাতন টার্ফের টেম্পার নষ্ট হয়েছে ফলে প্র্যাক্টিস মাঠে তা সম্পূর্ণভাবে লাগানো সম্ভব হয়নি।	১. হকি মাঠের চাহিদা ও ব্যবহারের গুরুত্ব বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্র্যাক্টিস মাঠে নতুন করে সিনথেটিক টার্ফ লাগানো যেতে পারে। এটা লাগানো হলে প্রশি ক্ষণার্থীদের পাশাপাশি খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করতে পারবে।
২. বিকেএসপি’র আওতায় নির্মিত হকি মাঠ প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবহার বেশি হয়। ফলে এ মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফের আয়ুস্কাল/স্থায়ীত্বকাল নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কম হয়। পাশাপাশি এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রচুর জনবল ও অর্থের প্রয়োজন হয় যা সংকুলান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায়।	২. প্রকল্পের আওতায় হকি মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফ প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবহার বেশি হয় এবং এর আয়ুস্কাল নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কম হয়। ফলে এ মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফের আয়ুস্কাল/স্থায়ীত্বকাল বজায়/বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর ব্যবহার সীমিত/বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(গ) “২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত) ” শীর্ষক প্রকল্প

১. **রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে** পুলের কয়েক জায়গার টাইলস ভাংগা পরিলক্ষিত হয়। এতে ভবিষ্যতে পুলের পানি লিক করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।	১. ভবিষ্যতে পুলের পানি যাতে লিক না করে সেজন্য সুইমিংপুলের কয়েক জায়গার পরিলক্ষিত ভাংগা টাইলস যথাশীঘ্রই মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. নাটোর স্টেডিয়ামে প্যাভিলিয়ন ভবনের নিচতলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা হয়েছে যা ত্রুটিপূর্ণ। দোতলায় হলে ভাল হত যাতে করে খেলোয়াড়রা মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নিতে পারে।	২. খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নেয়ার নিমিত্ত প্যাভিলিয়ন ভবনের দোতলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা যায় কিনা সে বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে
৩. হবিগঞ্জ স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে প্রাণ কোম্পানীর স্পন্সরসিপে কনসার্ট প্রোগ্রামের চলমান প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এতে করে মাঠে স্থাপনা নির্মাণের কারণে মাঠ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এর ব্যবহার উপযোগিতা হারায়। পরবর্তীতে এটাকে পুনরায় খেলাধুলার উপযোগি করতে সরকারি অর্থের ব্যয় হয়।	৩.খেলাধুলার উপযোগি রাখতে এবং সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় করার লক্ষ্যে এখানে কনসার্ট প্রোগ্রাম না করার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে

এডিপি সেক্টরঃ সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন

(ঘ) "পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

১. বর্তমানে দেশের ৫৩ টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবনে পরিচালিত যুব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা তাদের সংখ্যা ও ট্রেডের চাহিদা অনুযায়ী সুবিন্যাস করা হয়নি। যেমনঃ পরিদর্শিত এলাকা মাগুড়ায় আবাসনের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন করা হয়নি। অন্যদিকে হবিগঞ্জ ও ফরিদপুরে আবাসনের সুবিধা অনুযায়ী চাহিদা (বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে) তুলনামুলকভাবে কম।	১. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা তাদের সংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী সুবিন্যাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অফিস কাম একাডেমিক ভবনে ট্রেডের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে অবকাঠামো নির্মা ণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহ ণ ও বা স্তবায়নের ক্ষে ত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে।
২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় জেলা পর্যায়ে একই ধরনের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ১২৪০ বর্গমিটার আয়তনের ৫ তলাবিশিষ্ট অফিস কাম একাডেমিক ভবনে (প্রতি তলা ২৪৮ বর্গমিটার) উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের কার্যালয়, ২টি গেষ্ট রুম ছাড়া যে জায়গা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের জন্য কক্ষের সংকুলান করা সম্ভব হয়না। কিছু কিছু ট্রেডের প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ (কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, পোষাক শিল্প ইত্যাদি) অন্য ট্রেডের প্রশিক্ষণ কাজেও ব্যবহার করা যায়না।	

(ঙ)"**Establishment of Training and Employment Generation Centre for the Vulnerable Youth and Adolescent's**" শীর্ষক প্রকল্প

১. ৪টি ট্রেডের মধ্যে কম্পিউটার ব্যতীত অন্যান্য ট্রেডে প্রশি ক্ষণার্থী কম হওয়ায় যন্ত্রপাতি তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার হচ্ছে।	১. প্রশি ক্ষণের বিভিন্ন কোর্স দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ভবনের অব্যবহৃত কক্ষগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
২. প্রশিক্ষণ ভবনটির বেশ কিছু কক্ষের ব্যবহার এখনও শু রু হয়নি। অব্যবহৃত কক্ষ সমূহে প্রতিদিন দুটি ব্যাচে প্র শিক্ষণ দেয়ার সুযোগ রয়েছে।	২. কম্পিউটার ও অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতির সর্বাত্নক ব্যবহার ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

(চ)'সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও হেলথ কেয়ার স্থাপন (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প

১. অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন করা হয়নি ।	১. অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী যেসব কাজ অদ্যাবধি সম্পন্ন করা হয়নি তা অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করতে হবে।
২. অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অবদানের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত ৩.৩০ একর জমির সম্পূর্ণ অংশ এ প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। শুধুমা ত্র এ প্রকল্পের কাজে ব্যবহারযোগ্য জমির অংশের মূল্যমানই প্রত্যাশী সংস্থার অবদান হিসেবে ধরা প্রয়োজন ছিল। তাহলে সরকারি অংশের পরিমাণ আরও কম হত এবং জিওবি অংশে অর্থের সাশ্রয় ও যথাযথ ব্যবহার হত। বেসরকারি নীতিমালার আলোকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয় কর্তৃক Feasibility study এর মাধ্যমে প্রত্যাশী সংস্থার অস্তিত্ব , কার্যক্রম, গঠনতন্ত্র, নিবন্ধীকরণ, এর কার্যক্রম এলাকা, জমির কাগজপত্র, প্রকল্প এলাকা নির্ধারনের যৌক্তিকতা , প্রস্তাবিত ম্যানেজমেন্ট সেট-আপ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাল করে যাচাই করা প্রয়োজন।	২. এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই Feasibility study করতে হবে এবং স্টাডির ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় । এক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকা , জমির মালিকানা, প্রত্যাশী সংস্থা , ট্রাষ্টি বোর্ড ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পূর্বেই সংগ্রহ করতে হবে।

"বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ)

১.	প্রকল্পের নাম	:	বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান।
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
৩.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	জিরানী, সাভার , ঢাকা।
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম সংশোধিত ব্যয়	২য় সংশোধিত ব্যয়	বিশেষ সংশোধন	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল					প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	বিশেষ সংশোধনী	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেক মেয়াদ বৃদ্ধি			
২০৫২.০০ ২০৫২.০০ -	২২৪২.০০ ২২৪২.০০ -	২৪৮৫.০৫ ২৪৮৫.০৫ -	৭৪৮৫.০৫ ৭৪৮৫.০৫ -	৭৩৭২.৮৩ ৭৩৭২.৮৩	জানুয়ারি, ২০০৯হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন,২০১৪	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন,২০১৪	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	৫৪৩৩.০৫ (২৬৫%)	৩ বছর (১০০%)

৬. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১ পটভূমিঃ

১৯৭৬ সালে মাষ্টার প্ল্যানের আওতায় খেলাধূলার সুবিধাবলীর জন্য ১০০ একর জমির উপর বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ৮০% কার্যক্রম প্রায় ৭০.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৭৬ থেকে ২০০৪ মেয়াদে সম্পন্ন হয়। ১৯৭৬ সালে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস' নামে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। ক্রীড়ার মান উন্নয়নের জন্য সময়োপযোগী আরো সুবিধাদি সৃষ্টি করা অপরিহার্য। বর্তমানে বিকেএসপিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, এথলেটিক্স, সাঁতার, টেনিস, জিমন্যাসটিক্স, বক্সিং, বাস্কেটবল, আর্চারী, জুডো ও সুটিং এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ক্রীড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ,প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং তৃণমূল পর্যায় হতে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রাপ্ত খেলোয়াড়দেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হিসাবে উন্নীত করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) তৃণমূল পর্যায় হতে ক্রীড়া প্রতিভা বাছাই ও নির্বাচন করে নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের দক্ষ খেলোয়াড়ে পরিণত করা;
খ) ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট বিকেএসপি'র বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং তাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলাধুলায় পারদর্শী করে তোলা;
গ) প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর উন্নয়নের মাধ্যমে একে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণের স্তরে উন্নীতকরণ; এবং
ঘ) ক্রীড়া সুবিধাবলী শক্তিশালীকরণ এবং যথাযথ গুনগত মানসম্পন্ন স্পোর্টস ওয়্যার ও সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে বিজ্ঞান সহায়ক পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

৭. **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ২০৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০২.১২.২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় কোচ নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প কার্যক্রম দেরীতে শুরুর কারণে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি ও প্রকল্প ব্যয়ের অনধিক ১০ ভাগের বৃদ্ধির বিষয়ে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ০৭.১২.২০১১তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক বিগত ০৫.০২.২০১৩ তারিখে ২৪৮৫.০৫ লক্ষ টাকায় ২য় বার সংশোধন অনুমোদন করা হয় যার বাস্তবায়ন মেয়াদ নির্ধারিত হয় জানুয়ারি , ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ এ। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বাড়তি ব্যয় নির্বা হের জন্য মন্ত্রণালয় বিগত ২৮.০৫.২০১৩ তারিখে বিশেষ সংশোধনী অনুমোদন করে। পরিশেষে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ করা হয়।

৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১)	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মোঃ শওকত হোসেন,এনডিসি, পিএসসি	০৪.০১.২০০৯	২৪.০৫.২০১০
২)	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, এম এম সালেহীন, এনডিসি, পিএসসি	২৪.০৫.২০১০	২৩.০৫.২০১২
৩)	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এমাদুল, হক,এনডিসি, পিএসসি	২৩-০৫-২০১২	৩১-১২-২০১৪

৯. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য অন্যতম অংগসমূহ হলো-ভূমি অধিগ্রহণ, সুইমিং পুল নির্মাণ, বিদ্যমান তিনতলা প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন, বিদ্যমান প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল বিল্ডিং এর সংস্কার ও উন্নয়ন, বিদ্যমান ছাত্র হোস্টেলের উন্নয়ন ও সংস্কার, বিদ্যমান কলেজ কমপ্লেক্সে ভবনের সম্প্রসারন ও মেরামত, সুইমিং কমপ্লেক্স ভবনের উন্নয়ন ও সংস্কার (হট ওয়াটার ও ফিলট্রেশন প্ল্যান্টসহ), বিদ্যমান কাভার্ড ক্রিকেট সেন্টার এর সম্প্রসারণ উন্নয়ন(ফ্লোর ম্যাটসহ),তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, ২টি মাইক্রোবাস ক্রয়, স্পোর্টস সাইয়েন্স যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় এবং প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ করা জমির উপর ফুটবল মাঠ, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি।

১০. অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ

(Tk. in lakh)

SI. NO	Items of Work (as per PP)	Unit	Target(as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6	7
1	Training Expenses	nos	509.00	7500	505.53	7500
2	Sports Gears	nos	175.00	175000	171.77	175000
3	Honorarium / Fee	-	226.00	-	218.65	
4	Miscellaneous Expenditure	LS	30.00	-	29.99	-
5	Upgrading of existing 3-stories administrative building	nos	40.00	3	40.00	3
6	Upgrading of existing Trainees Hostel	nos	190.18	3	190.18	3

SI. NO	Items of Work (as per PP)	Unit	Target(as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6	7
	Building –3Nos					
7	Upgrading of existing student Hostel	nos	177.04	3	176.36	3
8	Upgrading of existing college complex	nos	44.97	1	44.97	1
9	Upgrading of existing swimming complex including hot water system	nos	105.00	1	104.98	1
10	Upgrading of existing covered cricket center with floor mat	nos	44.97	1	44.97	1
11	Procurement of vehicle 2 nos	nos	40.00	2	40.00	2
12	Sorts/ fitness equipment and accessories	set	96.00	10	96.00	10
13	Sports science equipment (Force platform)	nos	194.90	1	194.90	1
14	Land acquisition	acres	5200.00	7.17	5200.00	4.47
15	Land development	acres	32.00	7.17	0.00	0
16	Construction of class room in the football, hockey and basket field	nos	74.99	3	74.99	0
17	Construction of swimming pool(25m 4 lane)	m	240.00	25	239.52	0
18	Area lighting new land	acres	10.00	7.17	0.00	0
19	Construction of football field	nos	15.00	2	0.00	0
20	Construction of basketball ground	nos	15.00	1	0.00	0
21	Construction of boundary wall	m	25.00	842	0.00	0
	Total		**7485.05**		**7372.83 (98.50%)**	

- অব্যয়িত ৯৫.২৩ লক্ষ টাকা নিয়মানুযায়ী সমর্পন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

১১. <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ</u>

বিকেএসপি সংলগ্ন প্রায় ৫ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ছিল। অধিগ্রহণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ডিসি অফিসে প্রদান করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি জমি র দখলভার বুঝে পাওয়া যায়নি। প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে ২১টি রিট পিটিশন হয়েছে। সুতরাং জমির দখলভার বুঝে না পাওয়া গেলেও প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং এ জমির উপর ভূমি উন্নয়ন , ফুটবল ও বাস্কেট বল মাঠ ও বাউন্ডা রি ওয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত কতিপয় অংগের কাজ করা সম্ভব হয়নি।

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
১। তৃণমূল পর্যায় হতে ক্রীড়া প্রতিভা বাছাই ও নির্বাচন করে নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের দক্ষ খেলোয়াড়ে পরিণত করা; ২। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট বিকেএসপি'র বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং তাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলাধুলায় পারদর্শী করে তোলা; ৩। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর উন্নয়নের মাধ্যমে একে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণের স্তরে উন্নীতকরণ; এবং ৪। ক্রীড়া সুবিধাবলী শক্তিশালীকরণ এবং যথাযথ গুনগত মানসম্পন্ন স্পোর্টস ওয়্যার ও সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে বিজ্ঞান সহায়ক পদ্ধতির উন্নয়ন করা।	৫০০০ জন খেলোয়াড় ৩০ দিনের এবং ২৫০০ জন খেলোয়াড়কে ৬০ দিনের বিজ্ঞা নসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিকেএসপি'র অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধিতে একটি সুইমিংপুল, ফিল্ড ক্লাশরুম (ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি), বিদ্যমান তিনতলা প্রশাসনিক ভবন, প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল বিল্ডিং, ছাত্র হোস্টেল, ক্রিকেট ইন্ডোর এবং কলেজ কমপ্লেক্সে ভবন সম্প্রসারন ও মেরামত, সুইমিং কমপ্লেক্স ভবনের উন্নয়ন ও সংস্কার, স্পোর্টস ফিটনেস ইক্যুপমেন্ট ও স্পোর্টস সাইয়েন্স ইক্যুপমেন্ট ক্রয় ও স্থাপনের মাধ্যমে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩. <u>উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u>

প্রযোজ্য নয়।

১৪. <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প এলাকা (সাভার, ঢাকা) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় পরিচালক (উন্নয়ন), সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শনের বিবরণী দেওয়া হলঃ

১৪.১ <u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পে কোন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন না। তবে সংস্থার মহা -পরিচালক পদাধিকারবলে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিকেএসপি 'র মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে বিকেএসপি'র পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং নির্বা হী প্রকৌশলীসহ বিকেএসপি 'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের জন্য সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া এবং প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন নীতিমালা রয়েছে। তৃণমূল পর্যায় হতে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই ও প্রশিক্ষণ কা র্যক্রম চালনার জন্য কোচ নিয়োগের জন্য বিকেএসপি 'র মহা -পরিচালকের নেতৃত্বে , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিকেএসপি'র নির্বাহী প্রকৌশলী এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর সমন্বয়ে একটি কমিটি রয়েছে। প্রতিবছর প্রতিটি জেলার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী নির্বা চনের জন্য বিকেএসপি'র চীপ কোচের নেতৃত্বে নতুন নিয়োগকৃত কোচ প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের কাজটি সম্পাদন করেন। একদিনের কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বাছাইকৃত ১০০০ জনকে বিকেএসপিতে পাঠানো হয়। বিকেএসপিতে তাদের টানা ১ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষে এদের ম ধ্য থেকে ৫০০ জনকে পুণরায় ২ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং এদের মধ্যে যারা ভাল করে এরুপ ১২৫ জনকে বিকেএসপিতে স্থায়ী ভর্তির জন্য প্রেরণ করা হয়। দেখা যায়, এদের মধ্যে চূড়ান্ত ভাবে ৭০-৮০ জন বিকেএসপিতে স্থায়ী ভর্তির সুযোগ পায়। এ ভাবে প্রকল্পের আওতায় ৪ বছরে মোট ৩০৪ জনকে স্থায়ীভাবে ভর্তি করানো হয়েছে। অনুরুপভাবে প্রকল্পের শেষ বছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বিকেএসপি'র ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে আরো ৭০-৮০ জনের ভর্তির সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গেছে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে ৯০ জন খেলোয়াড় জাতিয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করেছে। বিকেএসপিতে চলমান শিক্ষা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মেয়াদ শেষ না হওয়ায় এবং অনেকের বয়স কম হওয়ায় প্রতিভাবান হওয়া সত্বেও জাতিয় দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। কোর্স শেষ হলে এ সংখ্যা বাড়বে বলে জানা গেছে। পরিকল্পনা কমিশন,

আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

১৪.২ প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামতঃ

আলোচ্য প্রকল্পের উপকারভোগী হচ্ছে বিকেএস'পির কর্মকর্তাগণ, প্রশিক্ষণার্থীগণ, সমগ্র দেশের প্রতিভাবান খেলোয়াড়, কোচ, ক্রীড়া সংগঠক এবং দেশের আপামর জনসাধারণ। পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময়কালে তারা জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে তারা আশা তীত উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তৃণমূল পর্যায়ে বাছাই করে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের কেন্দ্রে অবস্থানের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। তদুপরি প্রকল্পের আওতায় ৩৫ জন কোচের কর্মকসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২টি বিষয়ে নিয়োগকৃত কোচগণন স্ব স্ব ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে পদকপ্রাপ্ত। প্রশিক্ষকদের সম্মানীর পরি মাণ সাকুল্যে প্রাথমিকভাবে মাসিক ১২০০০ ধার্য করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধনের সময় এই সম্মানীর পরিমান খানিকটা বৃদ্ধি করে ১৫০০০/- টাকা করা হয়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে তাদের প্রতি সুবিচার যেমন করা হয়নি তেমনি তাদের নিকট থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মদের জন্য সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রত্যাশা করাও কঠিন কাজ ছিল। তারা জানান , অনেক সীমাবদ্ধতা সত্বেও তারা তাদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে নিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে তাদের এই সম্মানী বাড়ানো উচিত বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

১৪.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৪ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া গেছে। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি দেখান হয়েছে যথাক্রমে ৭৩৭২.৮৩ (৯৮.৫০%) এবং বাস্তব অগ্রগতি নতুন জমির দখল না পাওয়ায় তার উপর যে সব অংগের কাজ করার কথা ছিল সেগুলি বাদে অন্যান্য অংগের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বিনিয়োগ ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশই বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় মুদ্রায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সং স্থান করা হয়েছে। বছরভিত্তিক ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি এবং অর্থ ব্যয়ের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

Financial year	Revised Allocation & Target				Taka Released	Expenditure & Physical Progress			
	Total	Taka	P.A	Physical (%)		Total	Taka	P.A	Physical (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008-2009	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00		100%
2009-2010	552.82	552.82			552.82	552.82	552.82		100%
2010-2011	547.00	547.00			547.00	547.00	547.00		100%
2011-2012	509.67	509.67			509.67	509.67	509.67		100%
2012-2013	5477.64	5477.64			271.55	271.55	271.55		100%
2013-2014	297.87	297.87			5376.00	5359.02	5359.02		100%
2013-2015	-	-			128.00	32.77	32.77		25%
	7485.05	7485.05			7485.05	7372.83	7372.83		

১৪.৫ নির্মাণ ব্যয়ঃ

প্রকল্পের আওতায় একটি নতুন সুইমিং পুল নির্মানসহ প্রশাসনিক ভবন , টেনিস হোস্টেল , ৩টি প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল,কলেজ কমপ্রেক্স ও বিদ্যমান একটি সুইমিং পুল আপগ্রেডিং এর কাজ করা হয়। ৬ লেন বিশিষ্ট ২৫ মিটর দীর্ঘ একটি নতুন সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়েছে । সুইমিং পুলের জন্য পানির ফিলট্রেশন প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। এ গুলো চলমান অবস্থায় দেখা যায়। এই সুইমিং পুলের দক্ষিণ সাইডে মহিলা ও পুরুষদের জন্য দুটি আলাদা আলাদা ড্রেসিংরুম এবং উত্তর সাইডে একটি জিমরুম ও দুটি ভিআইপি রুম নির্মাণ করা হয়েছে। আপগ্রেডিং বা সংস্কার কা জের মধ্যে ভবন সমূহের প্লাস্টার, রং করা, দরজা পরিবর্তন, টয়লেটসমূহে টাইলস স্থাপন, প্রশাসনিক ভবনের কয়েকটি কক্ষের টাইলস স্থাপন, ছাত্র হোসস্টেলে বারান্দায় টাইলস স্থাপন, পানির লাইন ও সেনেটারী ফিটিংস পরিবর্তন করা অন্যতম। হোস্টেলের ছাত্রদের সাথে কথা বলে জানা যায় , সংস্কার কাজের ফলে টয়লেটের পরিবেশ ভাল হয়েছে। পানির সরবরাহ আগের তুলনায় বেড়েছে। তবে কিছু কমোডে ঠিকমত ফ্লাস হয়না বলে তারা জানান। উপস্থিত প্রকৌশলী বলেন, এসব সংস্কার কাজ প্রকল্পের প্রথম দিকে করা হয়েছে। সুতরাং দু 'একটি কমোড বা শাওয়ারের সমস্যা হতে পারে। বিদ্যমান একটি সুইমিং পুলের ফ্লোর টাইলস পরিবর্তন করে নতুন টাইলস লাগানো হয়েছে। এছাড়া শীতকালে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখার জন্য হট ওয়াটার সিস্টেম (গ্যাস হিটার) স্থাপন করা হয়েছে। পুলের নির্মাণ কাজ ও ভবন সমূহের সংস্কার কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে, কলেজ কমপ্লেক্সের তিনতলার পশ্চিম পাশে খালি জায়গায় দুটি রুম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে কলেজের কম্পিউটার ল্যাব হিসাবে এ কক্ষ দুটি ব্যবহৃত হচ্ছে । কলেজের প্রিন্সিপাল লেঃ কর্ণেল মোঃ ফজলুল হক জানান , তিন তলায় দুটি রুম নির্মাণের ফলে বৃষ্টির সময় দোতলার ফ্লোরে পানি পড়ে।

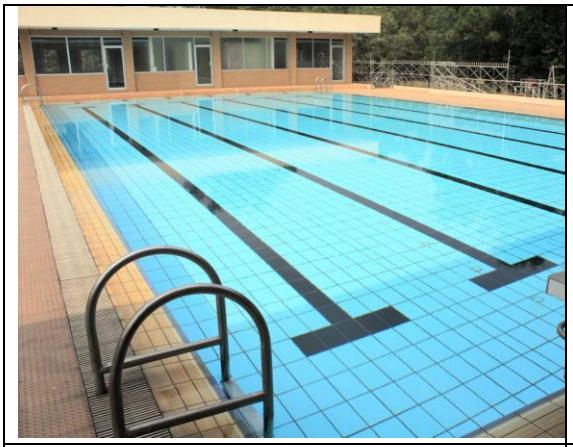

চিত্রঃ ১। নির্মিত সুইমিংপুল।

চিত্রঃ ২। বিদ্যমান ক্রিকেট ইন্ডোরে ফ্লোর ম্যাট স্থাপন।

এতে ফ্লোরে চলাচলে অসুবিধা হয়। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় , ভবনের নির্মাণ শৈলী বা ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবনটির ঐ অংশটুকু উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে তিনতলার সামনের অংশের সানসেডটি বক্স আকারের হওয়ায় বৃষ্টির সময় পানি জমে তা থেকে চুয়ে নিচে পড়ে বলে প্রতিয়মান হয়েছে। উপস্থিত প্রকৌশলী তিনতলায় পূর্বের অংশের সাথে নতুন অংশের মাঝে পানি নিস্কাষনের জন্য দ্রুত বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান। বাস্কেট বল মাঠের পাশে দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট একটি বাস্কেটবল প্যাভেলিয়ন নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফুটবল মাঠ সংলগ্ন ফুটবল প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলি ভাল অবস্থায় আছে।

১৪.৬ ক্রয় সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় সুইমিংপুল নির্মাণ , ফিটনেস ইক্যুপমেন্ট ও স্পোর্টস সাইয়েন্স ইক্যুপ মেন্ট ক্রয় ও স্থাপনার জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। ক্রয় সংক্রান্ত নথি হতে দেখা যায়, প্রতিটি আইটেমের জন্য জাতীয় দৈনিকে (বাংলা ও ইংরেজীসহ) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, একাধিক দরপত্র পাওয়া , বিধিমাফিক কমিটি গঠন , জামানত গ্রহণ, সর্বনিম্ন রেসপন্সিভ দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান এবং সময় অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। তবে , সুইমিং পুলের ক্রয়কার্যক্রমে সর্বনিম্ন দরদাতা -মেসার্স শিকদার কন্সট্রাকশন এন্ড বিল্ডার্স লিঃ -কে কার্যাদেশ দেওয়া হয়নি মর্মে অডিট আপত্তি

রয়েছে। সংশ্লিষ্ট নথি হতে দেখা যায় , সুইমিংপুল নির্মাণের অভিজ্ঞতা না থা কায় মেসার্স শিকদার কন্সট্রাকশন এন্ড বিল্ডার্স লিঃ নন -রেসপন্সিভ হয়। সুইমিং পুল নির্মাণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৮টি দরপত্র পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৪টি রেসপন্সিভ হয় এবং সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইউনাইটেড কন্সট্রাকশনকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়।

১৪.৭ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

ক) পিসিআর হতে দেখা যায়, একটি অডিট আপত্তি নিস্পন্ন হয়নি।

খ) প্রতি বছর নতুন নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির জন্য প্রতিভাবান ছাত্র -ছাত্রীদের ভর্তির বিশাল চাপ লক্ষ করা গেছে। বিগত বছর গুলিতে বিকেএসপি'র অবকাঠামোগত সুযোগ -সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ছা ত্র ভর্তির সংখ্যা আগের মতই বহাল আছে। বিশাল অবকাঠামো ব্যবস্থাদির সম্পূর্ণ ব্যবহার করে প্রতি বছর আরো বেশী ছাত্র ভর্তি করা সম্ভব বলে প্রকল্প অফিস সুত্রে জানা গেল।

গ) অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পটি ২০৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি , ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে এর মেয়াদ তিন বছর বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় জানুয়ারি , ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৪ (১০০%)এবং সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় দাড়ায় ৭৪৮৫.০৫ লক্ষ টাকায় অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধির পরিমান ৫৪৩৩.০৫ (২৬৫%)।

ঘ) ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য বিকেএসপি সংলগ্ন সরকারী খাস ও ব্যাক্তিমালিকানাধীন প্রায় ৫ একর জমি প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত ছিল। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত সমুদয় অর্থ ডিসি অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প প্রকৌশলী জানান, এখনও জমির দখল পাওয়া যায়নি। ২১টি রিট পিটিশন হয়েছে মর্মে জানা যায়। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, বিকেএসপি'র দক্ষিণ প্রান্তের বাউন্ডারী ওয়ালের বাইরে প্রস্তাবিত খালি জায়গায় ব্যাক্তিমালিকানায় কিছু স্থাপনা সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ ব্যয় হলেও তার দখলভার না পাওয়ায় এর উপর কতিপয় অংগের কাজ যেমন- ভূমি উন্নয়ন, ফুটবল ও বাস্কেট বল মাঠ ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ শেষ করা যায়নি।

চিত্র-৩: অধিগ্রহণের জন্য বিকেএসপি'র বাউন্ডারি সংলগ্ন অস্থায়ী স্থাপনাসহ নির্ধারিত স্থান যা প্রকল্প মেয়াদে দখল পাওয়া যায়নি।

১৫.০ **সমস্যাঃ**

১৫.১ ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন হলেও সেই জমি দখলে পাওয়া যায়নি।

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত কোচদের মাসিক সম্মানীর পরিমান কম হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।

১৫.৩ বিকেএসপি'র সম্প্রাসারিত অবকাঠামো ও জনবলের তুলনায় ছাত্র কম পরিমাণে ভর্তি করা হয়ে থাকে।

১৫.৪ প্রকল্প সমাপ্ত হলেও অডিট আপত্তির নিস্পত্তি না হওয়াটা সমীচিন নয়।

১৫.৫ প্রকল্পের ব্যয় ও সময় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে উদ্দেশ্য অর্জনপূর্বক কাঙ্খিত ফলাফল পেতে বিলম্ব হয়েছে।

??.?? **????????**

??.? অধিগ্রহণকৃত জমির দখল পেতে সংস্থা ও মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৬.২ সমগ্র দেশে জেলা পর্যায়ে/তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখাসহ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কোচ দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কোচদের সম্মানী বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

১৬.৩ ইতোমধ্যে বিকেএসপি'র সম্প্রসারিত অবকাঠামো ও জনবলের প্রেক্ষিতে বেশী সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

১৬.৪ প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে তদারকি করতে পারে।

১৬.৫ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন /বাস্তবায়তিব্য প্রকল্পসমূহে যেন টাইম ওভার -রান না হয় সে লক্ষ্যে ডিপিপি সংস্থানের সাথে সংগতি রেখে বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা সমিচীন হবে।

১৬.৬ বিবেচ্য প্রকল্পটি বিকেএসপি'র আওতায় বাস্তবায়িত অন্যতম সফল প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তৃণমূল পর্যায়ে বাছাই করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এদের অনেকেই বিকেএসপিতে স্থায়ীভাবে ভর্তির সুযোগসহ ইতোমধ্যে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেও স্থান পেয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ধারাবাহিক প্রকৃতির এবং রাজস্ব প্রকৃতির। এ বিবেচনায় প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখার জন্য সুপারিশ করা হলো।

১৬.৭ উপ-অনুচ্ছেদ ১৬.১ থেকে ১৬.৬ এর বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপসমূহ আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ)

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন
২.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
৩.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ**	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৪.	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	সাভার , ঢাকা।
৫.	**প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়**	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
২১৮২.০০	২১৬৪.৫৮	জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৫	জুলাই,২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৫	-	-

৬. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) ১৯৮৬ সালের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শু রু করার মধ্য দিয়ে দেশকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে। ১৯৯০ সালে বিকেএসপি'র মাধ্যমে বাংলাদেশে সিনথেটিক হকি টার্ফের সূচনা হয় এবং তা ২০০২ সালে প্রতিস্থাপন কাজ করা হয়। সিনথেটিক হকি টার্ফ সাধারণতঃ ৭ বছরের জন্য খেলার উপযোগী থাকে। বিকেএসপি'র হকি দল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হকি দল এবং সর্বোপরি দেশের প্রথম সারির ক্লাব দলগুলি প্রতিদিন এ মাঠটি ব্যবহার করে আসছে। মাঠের শতভাগ ব্যবহার ও সিনথেটিক টার্ফের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা খেলার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বেকেএসপি'র বিদ্যমান অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোসমূহ প্রায় দুই যুগ ধরে অর্থাভাবে সংস্কার না হওয়ায় সেসব অবকাঠামোর উন্নয়নও জরুরী হয়ে পড়ে। তাই সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপনসহ বিকেএসপি'র বিদ্যমান সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

- সম্ভাবনাময় ও মেধাবী হকি খেলোয়াড়দের নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান ;
- জাতীয় দলের হকি খেলোয়াড়দের সিনথেটিক হকি মাঠে অনুশীলনের সুবিধা সৃষ্টি; এবং
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হকি প্রতিযোwগতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের সুনাম অর্জন।

৭. প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ২১৮২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২২.১১.২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
১)	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এমাদুল, হক,এনডিসি, পিএসসি	২৩-০৫-২০১২	২৯-১২-২০১৪
২)	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, আলী মর্তুজা খান,এনডিসি, পিএসসি	০৫-০১-২০১৫	৩০-০৬-২০১৬

৯. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য অংগসমূহ হল (ক) সিনথেটিক হকি টার্ফ স্থাপন; (খ) অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন; (গ) অফিসার্স ডরমিটরী নির্মাণ; (ঘ) বিকেএসপি'র ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন; (ঙ) পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন; এবং (চ) পানির পাম্প স্থাপন ইত্যাদি ।

১০. অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে) নিম্নে দেয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ (ডিপিপি অনুযায়ী)	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য পার্থক্য (+/-)
		পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১)	সম্মানী ফি	থোক	৫.০০	থোক	০.৭৩	-৪.২৭
২)	বিবিধ ব্যয়	থোক	২৫.০০	থোক	২২.২৫	-২.৭৫
৩)	অভ্যমত্মরীন রাসত্মার উন্নয়ন	১০৫০০ বঃমিঃ	২৭৫.৪৪	১০৫০০ বঃমিঃ	২৭৪.৯৪	০.০৬
৪)	ডরমেটরী (অফিসার্স) নির্মাণ	২২৩ বঃমিঃ	২২০.০০	২২৩ বঃমিঃ	২১৭.৭২	-২.২৮
৫)	বিকেএসপির ড্রেনেজ সিষ্টেমের উন্নয়ন	১২৭৬ আর এম	১০০.৮০	১২৭৬ আর এম	১০০.৮০	-
৬)	পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন	৫০০০ আর এম	১০২.১৪	৫০০০ আর এম	১০১.৪২	-০.৭২
৭)	পাম্প (২৫ অশ্বশক্তি)	২টি	৬৫.২০	২টি	৫৮.৭২	-৬.৪৮
৮)	সিনথেটিক হকি টার্ফ স্থাপন	৮৭৮০ বঃ মিঃ	১৩৮৮.৪২	৮৭৮০ বঃ মিঃ	১৩৮৮.০০	-০.৪২
	মোট ঃ		২১৮২.০০		২১৬৪.৫৮*	-১৭.৪১

* অব্যয়িত ১৭.৪১ লক্ষ টাকা নিয়মানুযায়ী সমর্পন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

১১. কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

ক্রঃনং	উদ্দ্যেশ্য	অর্জন
১.	সম্ভাবনাময় ও মেধাবী হকি খেলোয়াড়দের নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান ;	বিদ্যমান ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বোৎকৃষ্টমানের সিনথেটিক হকি টার্ফ স্থাপন করা হয়েছে। বিকেএসপি'র সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন কাজ, ড্রেনেজ সিস্টেম. পানি সরবরাহের লাইন, পাম্প স্থাপন এবং নতুনভাবে ডরমিটরী ইত্যাদি নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত সব উদ্দেশ্যাবলী যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।
২.	জাতীয় দলের হকি খেলোয়াড়দের সিনথেটিক হকি মাঠে অনুশীলনের সুবিধা সৃষ্টি; এবং	
৩.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের সুনাম অর্জন।	

১৩. **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ**

প্রযোজ্য নয়।

১৪. পরিদর্শন বিবরনীঃ

১৪.১ এ বিভাগের সহকারী পরিচালক কর্তৃক গত ১৪.০৩.২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকা (সাভার, ঢাকা) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় বাস্তবায়নকারী সংস্থার (বিকেএসপি) নির্বাহী প্রকৌশলী ও সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে প্রকল্পের অঙ্গওয়ারী পরিদর্শন বিবরণী দেওয়া হলঃ

(ক) ইন্টারনাল রোড আপগ্রেডেশনঃ

বিদ্যমান রাস্তার সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে । মোট ২২০০০ বর্গ মিটার রাস্তার বিটুমিনাস কার্পেটিং , সিল কোট, প্রাইম কোট ও কিছু অংশের ওয়াটার বন্ড মেকাডাম করা হয়েছে। রাস্তাগুলি মূলতঃ বিকেএসপির প্রধান ফটক হতে প্রশাসনিক

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় বিকেএসপি'র মূল ফটক হতে ভিতরের দিকে নির্মিত রাস্তার একাংশ।

ভবন, প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মাঠ, মসজিদ, ছাত্র হোস্টেল, অফিসার্স ও স্টাফ কোয়ার্টার, শিশু পার্ক ইত্যাদি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাসত্মাগুলি ভাল অবস্থায় দেখা গেছে।

(খ) ডরমিটরী ভবন নির্মাণঃ

অফিসারদের জন্য ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৫ তলা ডরমিটরী ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে তা পুরোদমে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভবনে প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ২৪০০ বর্গ ফুট। এ ভবনে মোট ২৯টি সিংগেল রুমের ব্যবস্থা রয়েছে। ১২ ফুট ৬ইঞ্চি বাই ১১ ফুট বিশিষ্ট প্রতিটি রুমের সাথে এটাচ্ড বাথরুম ও পিছনে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি বাই ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি বিশিষ্ট একটি বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। রুমগুলোর সামনের অংশে টানা বারান্দা রয়েছে। নীচতলায় গাড়ী গ্যারেজ ও অফিস এবং দোতলায় কিছু অংশে ডাইনিং স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্লোরে টাইলস লাগানো হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা-গাজীপুর হাইওয়ে সংলগ্ন বিকেএসপি'র বাউন্ডারির শেষ প্রান্তে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ সীমানার ঠিক বাইরে বেশ কিছু বস্তি ও ভাসমান দোকান রয়েছে। গ্রীল দিয়ে সীমানাটা নির্মাণ করা হয়েছে এবং

চিত্রঃ নির্মিত অফিসার্স ডরমিটরী।

এ সীমানার উচ্চতা তুলনামূলক নিচু হওয়ায় ডরমিটরী ভবনের সার্বিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ বিষয়ে বিকেএসপি'র উপস্থিত প্রকৌশলী জানান, একবার এগুলো উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির কারনে তা নিরসন করা সম্ভব করা হয়নি। এছাড়া পরিদর্শনকালে পরি লক্ষিত হয়, ভবনের দোতলা সিঁড়ি সংলগ্ন জানালার কাচ খেলার বল লেগে ভেংগে যায়।

(গ) ড্রেন নির্মাণঃ

বিকেএসপির পুরো চত্বরে ১২৭৬ রাঃমিটার আরসিসি ড্রেন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ড্রেনের গভীরতা গড়ে ২ফুট ৮ ইঞ্চি। ড্রেনের পার্শ্ব দু'দেয়ালের মাঝে ৩ফুট ৬ ইঞ্চি স্পেস রাখা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় নির্মিত ড্রেনের ভিতরে কোথাও কোথাও গাছের পাতা/ মাটি পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তাই যথাযথভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনগুলি নিয়মিত পরিস্কার করা প্রয়োজন। ড্রেনে যাতে অপচনশীল দ্রব্য ফেলা না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

(ঘ) ওয়াটার ড্রিস্ট্রিবিউশন লাইন স্থাপনঃ

পুরাতন ওয়াটার ড্রিস্ট্রিবিউশন লাইনের পরিবর্তে নতুন করে ৫০০০ রাঃমিটার ড্রিস্ট্রিবিউশন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনের নিরিখে কোথাও ৬ইঞ্চি, ৪ইঞ্চি অথবা ২ইঞ্চি ডায়া ব্যবহার করা হয়েছে। পাম্প হাউজ থেকে ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ড্রিস্ট্রিবিউশন লাইন বিভিন্ন ভবনের জলাধারে নেওয়া হয়ে ছে। এ কাজটি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে বলে উপস্থিত প্রকৌশলী (বিকেএসপি) জানান।

(ঙ) ওয়াটার পাম্প স্থাপনঃ

বিকেএসপি'র চত্বরের পূর্বে তিনটি ওয়াটার পাম্প (প্রতিটি ২৫ অর্শ্বশক্তিসম্পন্ন) দিয়ে পুরো ভবন ও মাঠে পানি সরবরাহ করা হত। পূর্বের তিনটি পাম্পের মধ্যে একটি পাম্প নষ্ট । পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের আওতায় ২৫ অর্শ্ব শক্তিসম্পন্ন দুটি নতুন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সাথে দুটি পাম্প হাউজও নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় এগুলি চালু অবস্থায় দেখা যায়।

(চ) হকি টার্ফ স্থাপনঃ

বিদ্যমান হকি মাঠের ৭০০০ বর্গ মিটার বা ৭৫৩০০ বর্গ ফুটের সিনথেটিকের টার্ফ পরিবর্তন করে নতুন টার্ফ লাগানো হয়েছে। প্রকল্প প্রকৌশলী জানান , এখানে প্রথম কৃত্রিম টার্ফ লাগানো হয় ১৯৯০ সালে। এরপর ২০০২ সালে একবার প্রতিস্থাপন করা হয়। তিনি জানান , জার্মানীর পলিটন কোম্পানী থেকে সরাসরি আমদানী করা টার্ফ কো স্পানীর নিজস্ব এক্সপার্টরা মাঠে স্থাপন করেছেন। পুরাতন টার্ফ প্র্যাক্টিস মাঠে বসানো হয়েছে। তবে ব্যবহৃত পুরাতন টার্ফের মান ভাল না থাকায় প্র্যাক্টিস মাঠের অর্ধেকটায় (প্রায় ৩৭৬০০ বর্গ ফুট) লাগানো সম্ভব হয়েছে। পুরাতন টার্ফের টেম্পার নষ্ট হয়েছে বলে প্র্যাক্টিস মাঠে তা সম্পূর্ণভাবে লাগানো সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে প্র্যাক্টিস মাঠে নতুন করে সিনথেটিক টার্ফ লাগানো হলে খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করতে পারবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় হকি মাঠে স্থাপিত সিনথেটিক টার্ফ।

১৪.২ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

ক) উপস্থিত প্রকৌশলী জানান, একটি কৃত্রিম টার্ফের সর্বোচ্চ আয়ুস্কাল নিয়মিতভাবে ১ বার ব্যবহারে সাধারনত ৮ বছর হয়ে থাকে। এটি ২০০২ সালে প্রতিস্থাপনের পর পুনরায় প্রতিস্থাপন জরুরী হয়ে পড়ে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে এর ব্যবহার এত বেশি যে, প্রায় সময় এ মাঠ ২ বার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় জনবল এবং আর্থিক সংশ্লেষ থাকে। হকি মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফের আয়ুস্কাল বজায় রাখা/বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর ব্যবহার সীমিত/বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খ) বিকেএসপি হকি দল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও দেশের প্রথম সারির ক্লাব দলসমূহ বিদ্যমান হকি মাঠ নিয়মিত ব্যবহার করে আসছেন। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার/ অনুশীলনের সুযোগ যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১৫. ???????

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত পুরাতন টার্ফের মান ভাল না থাকায় প্র্যাক্টিস মাঠের অর্ধেকটায় (প্রায় ৩৭৬০০ বর্গফুট) লাগানো সম্ভব হয়েছে। পুরাতন টার্ফের টেম্পার নষ্ট হয়েছে ফলে প্র্যাক্টিস মাঠে তা সম্পূর্ণভাবে লাগানো সম্ভব হয়নি।

১৫.২ বিকেএসপি'র আওতায় নির্মিত হকি মাঠ প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবহার বেশি হয়। ফলে এ মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফের আয়ুস্কাল/স্থায়ীত্বকাল নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কম হয়। পাশাপাশি এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রচুর জনবল ও অর্থের প্রয়োজন হয় যা সংকুলান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায়।

১৫.৩ নির্মাণাধীন অফিসার্স ডরমিটরী সংলগ্ন সীমানা প্রাচীরের ঠিক বাইরে বেশ কিছু বস্তি ও ভাসমান দোকান রয়েছে যা ভবনের নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে।

১৫.৪ পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওওতায় নির্মিত ড্রেনে পাতা/মাটি পড়ে থাকতে দেখা গেছে যা বৃষ্টির সময় (বিশেষ করে বর্ষাকালে) পানি নিষ্কাশনে সমস্যা করতে পারে।

১৫.৫ অফিসার্স ডরমিটরীতে দোতলা সিঁড়ি সংলগ্ন জানালার গ্লাস ভাঙ্গা পরিলক্ষিত হয়।

??. ????????

১৬.১ হকি মাঠের চাহিদা ও ব্যবহারের গুরুত্ব বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্র্যাক্টিস মাঠে নতুন করে সিনথেটিক টার্ফ লাগানো যেতে পারে। এটা লাগানো হলে প্রশিক্ষণার্থীদের পাশাপাশি খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করতে পারবে।

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় হকি মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফ প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবহার বেশি হয় এবং এর আয়ুস্কাল নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কম হয়। ফলে এ মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফের আয়ুস্কাল/স্থায়ীত্বকাল বজায়/বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর ব্যবহার সীমিত/বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৬.৩ হকি খেলা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রচুর জনবল ও অর্থের সংশ্লেষ থাকে। ফলে নিয়মিতভাবে এ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনে নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় দলের খেলোয়াড় ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারকারীদের নিকট হতে ন্যুনতম আয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১৬.৪ নির্মিত অফিসার্স ডরমিটরীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে এ ভবন সংলগ্ন সীমানার বাইরের বস্তি ও ভাসমান দোকান দ্রুত অপসারণের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে।

১৬.৫ বিকেএসপিতে পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

১৬.৬ অফিসার্স ডরমিটরীতে দোতলা সিঁড়ি সংলগ্ন জানালার পরিলক্ষিত ভাঙ্গা গ্লাস মেরামত করতে হবে।

Establishment of Training and Employment Generation Centre for the Vulnerable Youth and Adolescent's শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন/২০১৫)

১। প্রকল্পের অবস্থান ঃ নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার চনপাড়া (বটতলা মোড়)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ (ডিবিকেপি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১৫ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময়(মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল জিওবি সংস্থা	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৬৩৮.৬৫	১৭৯৮.৬৪	১৭৯৮.৬৪	জুলাই ২০১৩ হতে জুন/২০১৬	-	জুলাই ২০১৩ হতে জুন/২০১৫	-	-

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাসত্মবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর- এর ভিত্তিতে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযাযী কাজের অংশ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব						
১।	প্রকল্প কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা		৬১.৭৪	৯ জন	৬১.৭৪	৯ জন
২।	সরবরাহ ও সেবা		৫.০০	থোক	৫.০০	১০০%
	উপ-মোট (রাজস্ব):		৬৬.৭৪	-	-	-
(খ) মূলধন:					-	-
(৩)	ভূমি অধিগ্রহন		২৪০.০০	২০ শতাংশ	২৪০.০০	২০ শতাংশ
(৪)	যানবাহন		৪০.০০	১ টি	৪০.০০	১ টি
(৫)	যন্ত্রপাতি		১৬২.১৫	থোক	১৬২.১৫	১০০%
(৬)	আসবাবপত্র		৫৩.২২	থোক	৫৩.২২	১০০%
(৭)	নির্মান ব্যয়		১২০৪.৪০	৩০০০ বর্গফুট	১২.৪.৪০	১০০%
উপ-মোট (মূলধন):			১৬৯৯.৭৭	-	১৬৯৯.৭৭	১০০%
কন্টিনজেন্সি (ভৌত) ১%			১৬.৬৫	থোক	১৬.০৬৫	১০০%
কন্টিনজেন্সি (ভৌত) ১%			১৬.০৬৫	থোক	১৬.০৬৫	১০০%
মোট (রাজস্ব+মূলধন):			১৭৯৮.৬৪	-	১৭৯৮.৬৪	১০০%

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পিসিআর এর তথ্যানুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ পটভূমিঃ

প্রকল্পটি নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার চনপাড়া গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অত্র এলাকাটির চারপাশে প্রায় চল্লিশ হাজার নিম্ন আয়ের মানুষ বস্তিতে বসবাস করছে। সম্পদ ও কর্মসংস্থানের অভাবে এ অঞ্চলের দরিদ্র ও অদক্ষ যুবদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্থ, বেকারত্ব যার অন্যতম কারণ। অত্র এলাকার যুবদের কারিগরী জ্ঞান ও চাকুরীতে প্রবেশের যোগ্যতার অভাবে বেকার যুবরা আত্মকর্মী বা উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত হতে পারছে না। প্রকল্প এলাকার আশেপাশে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় অত্র এলাকার যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মী উৎপাদনমূখী জনগোষ্ঠীতে রুপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে এই অঞ্চলের জনগণ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে এবং দারিদ্র উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে অত্র অঞ্চলের বেকার যুবদের বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবদের কারিগরী ও কর্মমূখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী রূপান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা। তাদের প্রয়োজন ও অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও দেশবাংলা কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়নের নির্মিত্তে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

- বেকার যুবদের দক্ষতা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- গরীব ও অসহায় যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে তাদের মূল্য নিশ্চিত করা;
- গরীব ও অসহায় যুবদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজন ভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ কর্মী হিসাবে গড়ে তোলা;
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দুটি ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা। একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং অপরটি পুর্নবাসনের জন্য;
- ৩০% গরীব অসহায় যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুর্নবাসন করা।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

Establishment of Training and Employment Generation Centre for the Vulnerable Youth and Adolescent's শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৪/০৮/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ১৭৯৮.৬৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১৪১৭.৭৬ লক্ষ টাকা প্রত্যাশি সংস্থার (দেশবাংলা কল্যাণ পরিষদ-ডিবিকেপি) অবদান ৩৮০.৫৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত।

৮। প্রকল্প পরিদর্শণঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২৩/০৪/২০১৬ ইং তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাসত্মবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পএলাকা আইএমইডি কর্তৃক (চনপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, জোবায়দা বেগম, উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী জনাব আব্দুল খালেক, চেয়ারম্যান, ডিবিকেপি এবং জনাব আব্দুস সালাম, পরিচালক, ডিবিকেপি উপস্থিত ছিলেন।

৯। অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ক) কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদিঃ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ডিবিকেপি এর অর্থায়নে ৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিভিন্ন মেয়াদে নিয়োগের সংস্থান ছিল। এ সকল জনবল প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা, প্রকল্পভূক্ত কর্মসুচীর আওতায় প্রশিক্ষণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার কাজে নিয়োগ দেয়া হয়। এ অংশে সংস্থানকৃত প্রত্যাশী সংস্থার অর্থায়নে ৬১.৭৪ লক্ষ টাকার ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন।

(খ) কর্মসূচীঃ কম্পিউটার বেসিক, ইলেকট্রনিক্স, বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এ ৪ টি ট্রেডে ১০/০২/২০১৬ তারিখ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলেছে। সংশ্লিষ্ট হাজিরা খাতায় দেখা যায় যে, প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে কম্পিউটার বেসিক ৬ মাস, ইলেকট্রনিক্স ৬ মাস, বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং ২ মাস ও মোবাইল সার্ভিসিং ৩ মাস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীর প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষক ডিবিকেপি কর্তৃক

নিয়োগকৃত ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফরম ছিল না। প্রশিক্ষণ বিজ্ঞপ্তি, লিফলেট এবং মাইকিং করে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্বাচন করা হয়। অংশগ্রহনকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয়। প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্র/ছাত্রীর ফলো-আপের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ সামগ্রী, রিসোর্স পার্সনদের জন্য ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে মর্মে প্রত্যাশি সংস্থার চেয়ারম্যান জানান।

(গ) ৫ তলা বিশিষ্ট ৩০,০০০ বর্গফুটের ২(দুই) টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। একটি ট্রেনিং সেন্টার যাহার নিচতলা পার্কিং, গার্ড রুম, ষ্টোর রুম, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল রুম, ২য় তলায় হল রুম, প্রশাসনিক রুম, ও রিসিপশন, ৩য় তলায় ট্রাস্টি বোর্ড রুম, ইন্সট্রাক্টর রুম, ও প্রিন্সিপাল রুম, ৪র্থ ও ৫ম তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ এবং ডরমেটরি বিল্ডিং এর নীচতলায় পার্কিং গার্ড রুম, ২য় তলায় নামাজ ও গেষ্ট রুম, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলায় প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা।

(ঘ) যন্ত্রপাতি সংগ্রহঃ প্রকল্পের আওতায় জেনারেটর, সাব-ষ্টেশন, ও ওয়াটার পাম্পসহ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার চেয়ারম্যান পরিদর্শনকালে উল্লেখ করেন।

(ঙ) আসবাবপত্র ক্রয়ঃ নির্মিত ২ (দুই) টি ভবনে সভাকক্ষ, ট্রাস্টি বোর্ড রুম, অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমেটরী ও প্রশিক্ষণ কক্ষ ইত্যাদির জন্য ৪৬.২৮ লক্ষ টাকার সংস্থানকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অবহিত করেছেন।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন

১০. পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যঃ

১০.১ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাস্থ ডেমরা বাজার সন্নিকটস্থ চনপাড়া (বটতলা মোড়) নামক এলাকা-তে প্রকল্পটির অবস্থান। চনপাড়া জনবহুল এলাকা পেরিয়ে উত্তর ও পূর্বে বিশাল আবাসিক এলাকায় নির্মিত ট্রেনিং সেন্টার ও ডরমেটরি বিল্ডিং এর অবস্থানটি যথাযথ হয়েছে। ফলে উক্ত আবাসিক এলাকায় যুবক যুবতীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫ম তলা ২টি ভবন দৃষ্টি নন্দন হয়েছে। বাহ্যিকভাবে নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। উল্লেখিত ৪ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৮ (আট) জন প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের পরিচয় নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	নাম ও ঠিকানা	প্রশিক্ষণ শেষে কী করবেন
০১	সিরাজুল ইসলাম (কম্পিউটার কোর্স) ডেমরা, ঢাকা।	তিনি জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যে কোন সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীর সন্ধান করবেন।
০২	খাদিজা আক্তার(কম্পিউটার কোর্স) ডেমরা, ঢাকা।	তিনি জানিয়েছেন স্ব-উদ্যোগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কেন্দ্র চালু করবেন এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে দাড় করাবার চেষ্টা করবেন।
০৩	মোঃ রাসেল (ইলেকট্রনিক্স কোর্স) চনপাড়া, রূপগঞ্জ।	তিনি জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজের উদ্যোগে ইলেকট্রনিক্স এর ব্যবসা শুরু করবেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবেন।
০৪	মোঃ দিপু(ইলেকট্রনিক্স কোর্স) চনপাড়া, রূপগঞ্জ।	তিনি জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজের উদ্যোগে ইলেকট্রনিক্স এর ব্যবসা শুরু করবেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবেন।
০৫	সুমনা (বিউটিফিকেশন কোর্স) চনপাড়া, রূপগঞ্জ।	তিনি জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজ উদ্যোগে বিউটি পার্লার খুলবেন এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টা চালাবেন।
০৬	রাশিদা (বিউটিফিকেশন কোর্স) চনপাড়া, রূপগঞ্জ।	তিনি জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যে কোন বিউটি পার্লারে চাকুরী করবেন।
০৭	মোঃ সজিব (মোবাইল সার্ভিসিং কোর্স) চনপাড়া, রূপগঞ্জ।	তিনি জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যে কোন সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীর সন্ধান করবেন।
০৮	মোঃ সাকিব (মোবাইল সার্ভিসিং কোর্স) চনপাড়া, রূপগঞ্জ।	তিনি জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজের উদ্যোগে মোবাইল সার্ভিসিং এর ব্যবসা শুরু করবেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবেন।

পরিদর্শনে দেখা যায় যে ১০-০২-১৬ তারিখ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশ্ন করে জানা যায় যে প্রশিক্ষণ শেষে তারা নির্ধারিত ট্রেডে চাকুরি করবে। অনেকে প্রশিক্ষণ শেষে নিজেরা আত্ম-কর্মসংস্থানে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে বলে অভিমত জানিয়েছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারা সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নের মূলধারায় গিয়ে তাদের ভাগ্য বদলাতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.২ বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুকূলে সরকারের ১৪১৮.০৭ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশি সংস্থার ৩৮০.৫৭ লক্ষ টাকা যথাক্রমে ৮০% এবং ২০% প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত ছিল। এ প্রাক্কলিত ব্যয় হতে সরকারি অর্থের ১৪১৭.৭৬ লক্ষ এবং প্রত্যাশী সংস্থার ৩৮০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের যথাক্রমে ৯৯% এবং ১০০% । একজন সরকারি কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং প্রত্যাশী সংস্থার সাথে Deed of agreement স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ ছাড়া প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে ট্রাস্ট্রি বোর্ড গঠন করা হয়।

১০.৩ অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রকল্প পরিচালক জানান যে চলতি অর্থ বছর ব্যতিরেকে বিগত অর্থ বছরের সকল অডিট কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে উ ল্লেখ করেন। পিসিআর-এর এফ অনুচ্ছেদ- মনিটরিং এন্ড অডিটিং এর উপানুচ্ছেদ ২.১ ইন্টারন্যাল অডিট এবং ২.২ এ এক্সটারন্যাল অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়নি মর্মে দেখা যায়।

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যমত্ম ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৭৯৮.৩৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪১৭.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ডিবিকেপি ৩৮০.৫৮ লক্ষ টাকা), যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরুপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি (টাকা)	ডিবিকেপি		মোট	জিওবি (টাকা)	ডিবিকেপি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২০১৩-১৪	৯২৮.৫৮	৬৬৮.০০	২৬০.৫৮	৬৬৮.০০	৯২৮.৫৮	৬৬৮.০০	২৬০.৫৮
২০১৪-১৫	৮৬৯.৭৬	৭৪৯.৭৬	১২০.০০	৭৪৯.৭৬	৮৬৯.৭৬	৭৪৯.৭৬	১২০.০০
মোট=	১৭৯৮.৩৪	১৪১৭.৭৬	৩৮০.৫৮	১৪১৭.৭৬	১৭৯৮.৩৪	১৪১৭.৭৬	৩৮০.৫৮

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির বা স্তবায়ন মেয়াদে সংশোধিত এডিপি'র মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১৭৯৮.৩৪ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৪১৭.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ডিবিকেপি ৩৮০.৫৮ লক্ষ টাকা। সংস্থানকৃত জিওবি অর্থের ১৪১৭.৭৬ লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে এবং পুরো ছাড়কৃত অর্থই ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেছেন।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

অনুমোদিত প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক হিসেবে জোবায়দা বেগম, উপ-প্রধান (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), ২১/০৮/২০১৩ হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	বেকার যুবদের দক্ষ তা বৃদ্বিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;	(ক)	পরিদর্শনে দেখা যায় যে, যুবদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার অদূরে খোলামেলা পরিবেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে যুবরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ পাবে এবং নিজেরা আত্মকর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।
(খ)	জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;	(খ)	অত্র সংস্থার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুবরা দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্ম-কান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে যেতে পেরেছে।
(গ)	গরীব ও অসহায় যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবার, ক র্মক্ষেত্রে ও সমাজে তাদের মূল্য নিশ্চিত করা;	(গ)	গরীব ও অসহায় যুবরা অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এতে করে পরিবারে ক র্মক্ষেত্রে ও সমাজে তাদের মূল্য নিশ্চিত হচ্ছে।
(ঘ)	গরীব ও অসহায় যুবদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজন ভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ কর্মী হিসাবে গড়ে তোলা;	(ঘ)	পরিদর্শনে দেখা যায় যে অত্র প্রতিষ্ঠানে চারটি ট্রেডে প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অসহায় যুবরা দক্ষ কর্মী হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।
(ঙ)	প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দুটি ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা। একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং অপরটি প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য;	(ঙ)	প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দুটি ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। একটি ভবনে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে অপর ভবনটিতে আবাসন ব্যবস্থার কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(চ)	৩০% গরীব অসহায় যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুর্নবাসণ করা;	(চ)	পরিদর্শনে দেখা যায় যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সবেমাত্র চালু করা হয়েছে। সংস্থার চেয়ারম্যান অবহিত করেন যে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে হতে ৩০% গরীব অসহায় যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১৪। আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ প্রকল্পের অবস্থানঃ প্রকল্পের অবস্থান ঢাকার অদূরে ভাল পরিবেশে হওয়ায় এবং চনপাড়া ঘনবসতি পুনবার্সন এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনায় ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলে প্রতিয়মান হয়।

১৪.২ টাইম ওভার-রান এন্ড কষ্ট ওভার রান না হওয়াঃ প্রকল্পটির বাসস্থবায়নের মেয়াদ ছিল তিন বছর জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের বা স্তবায়ন এক বছর পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে শেষ হয়েছে।

১৪.৩ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মানঃ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে প্রকল্প পরিচালকের সুপারভিশনসহ কাজের মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.৪ প্রকল্পের চারটি ট্রেডে প্র শিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে।(১) কম্পিউটার বেসিক, (২) ইলেকট্রনিক্স,(৩) বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং ও (৪) মোবাইল সার্ভিসিং/হাউজ কিপিংসহ যুগোপযোগী কোর্সসমূহ চালু করার জন্য ভবনে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

১৪.৫ ৪টি ট্রেডের মধ্যে কম্পিউটার ব্যতীত অন্যান্য ট্রেডে প্রশি ক্ষণার্থী কম হওয়ায় যন্ত্রপাতি তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার হচ্ছে।

১৪.৬ প্রশি ক্ষণ ভবনটির বেশ কিছু কক্ষের ব্যবহার এখনও শু রু হয়নি। অব্যবহৃত কক্ষ সমূহে প্রতিদিন দুটি ব্যাচে প্র শিক্ষণ দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

১৪.৭ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ফেব্রম্নয়ারি, ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে তাই চুক্তি অনুযায়ী ৩০% প্রশি ক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিনামূল্য সম্পন্ন করার বিষয়টি এখনই মূল্যায়নের সুযোগ সীমিত ছিল। তবে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ বিষয়টি সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হবে।

১৪.৮ প্রশি ক্ষণ কার্য পর্যালোচনা করা হচ্ছে, কিন্তু প্রশিক্ষণের জন্য Detail Training Syllabus পাওয়া যায়নি। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য Training Syllabus প্রয়োজন।

১৫। সুপারিশ

১৫.১ প্রকল্পের কার্যক্রম ১০/২/২০১৬ তারিখে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের প্রশি ক্ষণ কার্যক্রম প্রশি ক্ষণার্থীদেরকে আগ্রহী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

১৫.২ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হতে প্রশি ক্ষণার্থীদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য প্রশি ক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কঠোর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, যাতে প্রশি ক্ষণ কার্যক্রম থেকে প্রশি ক্ষণার্থীরা উপকার লাভ করতে পারে এবং প্রশিক্ষণের মান সঠিক পর্যায়ে বজায় থাকে।

১৫.৩ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সিলেবাস তৈরি করে যথাযথভাবে তা অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন খ্যাতনামা সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের updated সিলেবাসের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.৪ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কোর্স দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে প্রশি ক্ষণ ভবনের অব্যবহৃত কক্ষগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.৫ কম্পিউটার ও অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতির সর্বাত্বক ব্যবহার ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যদি (দরপত্র আহবান, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দরমূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি (ডকুমেন্ট) আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৫.৭ প্রকল্পের অডিট নিস্পত্তিপূর্বক তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৫.৮ আলোচ্য প্রকল্পটি সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যেগে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই প্রশি ক্ষণ কার্যক্রমে চুক্তি অনুযায়ী ৩০% প্রশিক্ষণার্থীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর,২০১৪)

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (২য় সংশোধিত)।
২.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
৩.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ**	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৪.	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	বিভাগ: জেলা ঢাকা: (১) গোপালগঞ্জ, (২) জামালপুর, (৩) ফরিদপুর, (৪) শেরপুর,(৫) শরিয়তপুর, (৬) মাদারিপুর (৭) কিশোরগঞ্জ চট্টগ্রাম: (৮) কুমিল্লা, (৯) বান্দরবান, (১০) নোয়াখালী, (১১) খাগড়াছড়ি, (১২) চাঁদপুর, (১৩) রাঙ্গামাটি রাজশাহী: (১৪) ঠাকুরগাঁও, (১৫) পাবনা, (১৬) সিরাজগঞ্জ, (১৭) নওগাঁ, (১৮) দিনাজপুর, (১৯) গাইবান্ধা, (২০) লালমনিরহাট খুলনা: (২১) কুষ্টিয়া, (২২) বাগেরহাট, (২৩) নড়াইল, (২৪) ঝিনাইদহ (২৫) মাগুড়া, বরিশাল: (২৬) ঝালকাঠি, (২৭) পিরোজপুর সিলেট: (২৮) সিলেট এবং (২৯) হবিগঞ্জ
৫.	**প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়**	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত		মূল	মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)			
১০৩৯৮.৭৯	১১৪২৩.৮২	১২১৭০.১০	১১৮৮১.৪৬	০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩	০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৪	০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৫	০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৫	১৭৭২.১০ (১৭.০৫%)	২ বছর (৬৬.৬৭%)

৬. **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বিদ্যমান যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।
- জেলা পর্যায়ের সকল প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে একই ক্যাম্পাসে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করার নিমিত্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে ৫-তলা বিশিষ্ট ভবনে উন্নীত করা। |
- ২৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে আবাসিক সিটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- যুব সমাজের কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

৬.২ প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ৫৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গরুপ দেয়া সম্ভব হয়নি। এসব জেলায় অনেক উপ -পরিচালক ভাড়া বাড়ীতে অফিস করেন। ২৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ করা হলে একই কমপ্লেক্সে এসব উপ -পরিচালকের অফিস সংকুলানসহ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি অর্থের সাশ্রয় ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় ও সহজতর করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১০৩৯৮.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে গত ১২/১০/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের পূর্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় ১০২৫.০৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪২৩.৮২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ তে সংশোধন করা হয়। এরপর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১৭০.১০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে ও মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে গত ১৭.০৭.২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৬.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হ লঃ (ক) ভূমি উন্নয়ন ; (খ) ২৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস -কাম একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ; (গ) মহিলা ও পুরুষ হোস্টেলের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ; (ঘ) ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ ; (ঙ) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ; এবং (চ) বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিবিধ সংস্কার কাজ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিমেণ ছকে প্রধান প্রধান অংগের বিপরীতে ব্যয় প্রাক্কলন প্রদর্শিত হল।

ক্রঃনং	প্রধান অংগের বিবরণ	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %
১.	অফিস-কাম একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৪ তলা ও ৫ তলা)	১৪,৩৮৪ বর্গমিটার	২৪৪৬.৩৫	২০.১১%
২.	আবাসিক ভবন নির্মাণ (অফিসার্স এবং ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ)	১৪,৫২০ বর্গমিটার	৩৩৯৫.৬৩	২৭.৯১%
৩.	নির্মাণ কাজ (সীমানা প্রাচীর, মহিলা ও পুরুষ হোস্টেলের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ)	১৯,২০০ বর্গমিটার	৩১১৭.৩২	২৫.৬২%
৪.	অন্যান্য নির্মাণ কাজ (অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিবিধ সংস্কার কাজ যেমনঃ মৎস্য চাষের জন্য পুকুর ও হ্যাচারী, পোল্ট্রি, ডেইরি ইত্যাদি)	৬,৯২,৩৪৫বর্গমিটার	২২৩৪.০৭	১৮.৩৬%
৫.	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৫১২৪ টি	২৭৪.৫৬	২.২৬%

৬.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল
১)	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক	০১-০৭-২০১০ - ৩০-০৭-২০১১
২)	জনাব শিশির কুমার রায়, উপ-সচিব	০১.০৮.২০১১ - প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত

৬.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১৭০.১০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১১৮৮১.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (৯৭.৬৩%) এবং বা স্তব কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়। তবে পরিদর্শিত এলাকায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সব অঙ্গের ১০০% বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়।

৬.৭ বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ এবং এর বিপরীতে ব্যয়ের হিসাবঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ			অর্থ ছাড়	খরচ ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
২০১০-১১	৩১.২০	৩১.২০	-	৩১.২০	৩১.০২	৩১.০২	-	০.২৫%
২০১১-১২	১৬৫৫.০০	১৬৫৫.০০	-	১৬৫৫.০০	১৬৪০.৭৮	১৬৪০.৭৮	-	১৩.৪৮%
২০১২-১৩	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	৩৪৫৮.৭৩	৩৪৪৪.২২২	৩৪৪৪.২২২	-	২৮.৩০%
২০১৩-১৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	৩৫০০.০০	৩৪৯৮.৩৫	৩৪৯৮.৩৫	-	২৮.৭৫%
২০১৪-১৫	৩৫৫৬.০০	৩৫৫৬.০০	-	৩৪৪২.৫০	৩২৬৭.০৯	৩২৬৭.০৯	-	২৯.২২%
মোট =	১২১৭০.১০	১২১৭০.১০	**-**	**১২০৮৭.৪৩**	**১১৮৮১.৪৬**	**১১৮৮১.৪৬**	**-**	**১০০%**

৭. প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ণ(পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

Items of work (As per RDPP)	**Physical (Quantity)**	**Financial Target (as per RDPP)**	**Actual Progress**	
			Financial	**Physical (Quantify)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Pay of officers	02 Persons	23.083	20.381	02
Pay of staff	05 Persons	9.647	5.947	05
Allowances	07 Persons	31.36	26.712	07
Travel cost	07 Persons	6.17	6.143	07
Office rent	LS	-	-	-
Postage	LS	0.40	0.20	-
Telephone	02 Nos.	0.96	0.673	02
Fax & Internet	01 Nos.	0.56	-	01
Electricity	LS	1.40	-	
Printing & binding	LS	1.20		
Stationery & seal	LS	3.36	3.356	
Books & periodicals	LS	1.10	1.064	
Advertisement	LS	8.82	10.151	
Materials	LS	-		

Items of work (As per RDPP)	Physical (Quantity)	Financial Target (as per RDPP)	Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantify)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Transportation cost/Transport hire	LS	33.50	31.335	
Useable goods	LS	15.50	15.495	
Consultancy	01	194.47	177.81	01
Beddings	11140 Nos.	98.98	98.743	11140
Honorarium	LS	5.17	3.675	
Miscellaneous	LS	4.00	3.948	
Repairing of furniture	LS	36.67	36.38	
Repairing and maintenance of computer & others	LS	5.00	2.28	
Purchase of camera	02 Nos.	0.971	0.971	02
Machinery & equipment	57 Nos.	32.913	32.913	57
Computer & accessories	105 Nos.	33.24	33.235	105
Teaching equipment	02 Nos	10.232	10.232	02
Furniture	5124 Nos	274.56	274.117	5124
Field/Site Development	53658 Cum	116.43	79.398	37095
Allocation for payment of arrear amount of land acquisition cost of Khulna YTC	LS	27.034	27.034	-
Items of work (As per RDPP)	Physical (Quantity)	Financial Target (as per RDPP)	Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantify)
Office Cum-Academic building	14384 Sqm	2446.35	2404.27	14384
Residential Building	14520 Sqm	3395.63	3384.82	14520
Construction (B.wall, Male & Female hostel)	19200 Sqm	3117.32	3001.69	19200
Others Construction	692345 Sqm	2234.07	2188.489	692345
Total		**12170.10**	**11881.462**	

৮. <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

৯. <u>পরিদর্শিত এলাকাঃ</u>

সমাপ্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক কর্তৃক গত ০৮.০১.২০১৬ তারিখে হবিগঞ্জ জেলা অংশ , ০৪.০২. ২০১৬ তারিখে ফরিদপুর এবং ০৫.০২. ২০১৬ তারিখে মাগুড়া জেলা অংশ পরিদর্শন করা হয়।

১০. পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

বেশিরভাগ যুব উন্নয়ন প্রশি ক্ষণ কেন্দ্র ৮ একর জায়গার ওপর নির্মিত। সবগুলো কেন্দ্রে একই ডিজাইনের অবকাঠামো নির্মান ও একই ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত এলাকায় (হবিগঞ্জ, ফরিদপুর ও মাগুড়া) প্রকল্পের আওতায় বা স্তবায়িত এবং সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বা স্তবায়ন সমস্যা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১০.১ হবিগঞ্জ জেলা অংশঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ যুব উন্নয়ন প্রশি ক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কাম একাডেমিক ভবন (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসার ণ) নির্মাণ কাজ (৮২.০১ লক্ষ টাকা), কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমিটরী) নির্মাণ (৮৯.৪৭লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (প্রধান ফটক) সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম (পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য হ্যাচারী ইত্যাদি) (২৩৭.২৬ লক্ষ টাকা) অ ন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রকল্পের হবিগঞ্জ জেলা অংশের কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অফিস কাম একাডেমিক ভবন (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসার ণ) নির্মাণের জন্য মেসার্স সোনেক্স ইন্টারন্যাশনালকে, কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমিটরী) নির্মাণের জন্য মেসার্স আল আমিন ট্রেডার্সকে এবং অন্যান্য অবকাঠামো সমূহের সংস্কার ও মেরামত কাজের জন্য মেসার্স সুমন এন্ড কোং কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্নিত কাজগুলো চুক্তি মেয়াদে সম্পন্ন হয় বলে জানা যায় এবং নির্মাণ কাজের মান ভাল হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। এ কেন্দ্রের বা স্তব কাজের অগ্রগতি ১০০% বলে পিসিআর এ উ ল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, উপ পরিচালক, ডেপুটি কো অর্ডিনেটর এবং একজন প্রশি ক্ষক উপস্থিত ছিলেন। অংগওয়ারী এ কেন্দ্রের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করা হলঃ

১০.১.১ অফিস কাম একাডেমিক ভবন (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ) নির্মাণঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস কাম একাডেমিক ভবনের (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ) ৪র্থ ও ৫ম তলা (প্রতি তলা ২৪৮ বর্গমিটার আয়তনের) সম্প্রসারনের করা হয়েছে। বর্তমানে সম্প্রসারিত এ ভবনের ৪র্থ তলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় স্থানা ন্তর করা হয়েছে যা পূর্বে ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হত এবং ৫ম তলা প্রশি ক্ষণের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভবনের ২য় তলায় ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের কার্যালয়ের অফিস কক্ষ এবং ৩য় তলা ও নিচ তলায় প্র শিক্ষণ ট্রেডের ক্লাসের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানা যায়। ছুটির দিন থাকায় পরিদর্শনের সময় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখা সম্ভব হয়নি।

চিত্রঃ হবিগঞ্জ যুব উন্নয়ন প্রশি ক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কাম একাডেমিক ভবনের সম্মুখ অংশ।

১০.১.২ কর্মচারীদের বাসস্থানঃ

প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এ ভবনের তিন তলার কাজ সম্পন্ন করা হয়। ১৬০ বর্গমিটার আয়তনের প্রতি ফ্লোরে ৪ ইউনিট করে মোট ১২ ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ ভবনের সব ইউনিটে কর্মচারী ও তাদের পরিবার বসবাস করে। কর্মচারীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, পূর্বে তারা ভাড়া বাসায় বসবাস করতেনএ বং দুরদুরান্ত হতে যাতায়াতে কষ্ট হত। ডরমিটরী'র ইউনিটের সাইজ অনেক ছোট হলেও আবাসিক এ সুবিধার কারনে তাদের অনেক উপকার হয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে কিছুটা আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।

১০.১.৩ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত কাজঃ

এ কেন্দ্রের অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত (ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস,প্রধান ফটক, পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য হ্যাচারী ইত্যাদি) কার্যক্রম অ ন্তর্ভূক্ত ছিল। ছাত্রাবাসে আবাসিক প্র শিক্ষনার্থী থাকলেও ছাত্রীবাসে প্রশি ক্ষনার্থীর চাহিদা নাই বললেই চলে। পরিদর্শনের সময় ছাত্রীবাস খালি রয়েছে বলে পরি লক্ষিত হয়। দোতলাবিশিষ্ট অফিসার্স ডরমিটরীর সংস্কার ও মেরামত করা হয়। প্রতি ফ্লোরে ২ ইউনিট করে মোট ৪ ইউনিটের সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমানে এ ডরমিটরীতে ৪ জন অফিসার বসবাস করেন। এছাড়া পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য হ্যাচারী (প্রতি কেন্দ্রে গড়ে ৫.০০ লক্ষ টাকা) এবং মৎস্য চাষের জন্য পুকুর সংস্কার করলেও এগুলো যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য হ্যাচারীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা গেছে। মৎস্য চাষের জন্য পুকুর রাখা হলেও এবং গোসল করা নিষিদ্ধ হলেও পরিদর্শনের সময় কতিপয় লোককে পুকুরে গোসল করতে ও কাপড় চোপড় ধুতে দেখা যায় যা অনাকাংখিত। এ কেন্দ্রের প্রধান ফটকেও সংস্কার কাজ করা হয়েছে বলে জানা যায়। এর সাথে সংস্কারকৃত সব অবকাঠামোয় রংকরন করা হয় এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর দরজা, জানালা, চৌকাঠ ইত্যাদি মেরামত করা হয়। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বরাদ্দ অনুযায়ী এ কেন্দ্রের অভ্য ন্তরীন রাস্তা নির্মাণ, সারফেস ড্রেন, মাস্টার ড্রেন, ডিপ টিউব ওয়েল এবং অভ্য ন্তরীন পানি সরবরাহ পাইপ স্থাপন করা হয়েছে।

১০.২ ফরিদপুর জেলা অংশঃ

ফরিদপুর যুব উন্নয়ন প্রশি ক্ষণ কেন্দ্রে প্রশি ক্ষণ সুবিধাদি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অফিস কাম একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসার ণ, কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমিটরী), ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস, পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য হ্যাচারী, পুকুর, সবজি প্লট, ডেইরীর জন্য ঘাস প্লট, ছোট ১টা খেলার মাঠ এবং কেন্দ্রে বসবাসরতদের উদ্যোগে নামাজের জন্য ছোট ১টা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন খাতে ১.৯৩ লক্ষ টাকা, অফিস কাম একাডেমিক ভবন (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারন) নির্মাণ কাজ খাতে ৭৯.১৪ লক্ষ টাকা, কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমিটরী) নির্মাণ খাতে ১০৭.২৩ লক্ষ টাকা, ছাত্রাবাস নির্মাণ খাতে ৭১.৮৪ লক্ষ টাকা, ছাত্রীবাস নির্মাণ খাতে ৭৩.৯১ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (প্রধান ফটক) সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম (পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য হ্যাচারী ইত্যাদি) খাতে ৩১.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে এ কেন্দ্রের কার্যক্রম বা স্তবায়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (ক.অফিস ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ এবং খ. ছাত্রাবাসের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ- মেসার্স মনির কনস্ট্রাকশন; গ. ছাত্রী হোস্টেলের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ- মেসার্স আব্দুস সালাম এবং ঘ.স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ- মেসার্স খাঁন আশরাফ হোসেন ঙ. ভূমি উন্নয়ন কাজ- মেসার্স সোনেক্স ইন্টারন্যাশনাল; চ. বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত কাজ- মোঃ নায়েব আলী খান) নিয়োগ করা হয় এবং চুক্তি মেয়াদ শেষে যথাসময়ে কাজটি হ স্তান্তর করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, উপ পরিচালক, ডেপুটি কো অর্ডিনেটর, তিনজন প্রশি ক্ষক এবং কয়েকজন শি ক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের মান ভাল হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়।

১০.২.১ অফিস কাম একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারনঃ

এ কেন্দ্রের অফিস কাম একাডেমিক ভবনটি ৫ তলা ভিতের উপর পূর্ব থেকেই ৩ তলা ভবন বিদ্যমান রয়েছে। ভবনের সম্প্রসারিত ৪র্থ ও ৫ম তলায় জেলা উপ-পরিচালকের কার্যালয় ভাড়া জায়গা হতে স্থানামত্মরসহ প্রশি ক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ক্লাস বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ভবনে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর কার্যালয়ও বিদ্যমান রয়েছে। তাই এ ভবনে যুব উন্নয়ন প্রশি ক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত সব ট্রেডের প্রশি ক্ষণ প্রদান করতে জায়গার সংকুলান হয়না বলে উপস্থিত ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর ও কেন্দ্রের উপ পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে এ ভবনের নীচ তলায় দুটি ক্লাস রুমে প্রশিক্ষণ (ক. গবাদি পশু পালন ও মোটাতাজাকরন এবং খ. কম্পিউটার) চলমান দেখা গেল এবং ক্লাসে প্রশিক্ষনার্থীদের উপস্থিতি স ন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়। কেন্দ্রের কাজ চলমানের সময় তারা নিজেরা তদারকি করে

তাদের চাহিদানুযায়ী নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ভবনের তিন তলায় গেষ্ট রুম হিসেবে দুটি কক্ষ ব্যবহৃত হয়। পরিদর্শনের সময় বাথরুম সংলগ্ন গেষ্ট রুমে বাথ রুমের পানি চুইয়ে দেয়ালের একটা অংশে ভিজে প্লাষ্টার নষ্ট হয়ে গেছে বলে পরিলক্ষিত হয়।

১০.২.২ ছাত্রাবাস নির্মাণঃ

৫তলা ভিতের উপর তিনতলা পর্যন্ত ভবনটি বিদ্যমান ছিল। প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট দুটি ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ২৬৩৪ বর্গফুট। নীচতলায় ২টি এবং অন্যান্য ফ্লোরে ৬টি করে আবাসিক কক্ষ রয়েছে। নীচতলায় ডাইনিং ও অন্যান্য অফিস কক্ষ রয়েছে। পরিদর্শনের সময় চলমান কোর্সের অধীনে ৪৫ জন আবাসিক প্রশিক্ষণার্থী ছিল। প্রশিক্ষণ ক্লাসের স্বল্পতা রয়েছে বিধায় ছাত্রাবাসের ২ টি কক্ষকে প্রশি ক্ষণ কক্ষ (পুরুষ প্রশিক্ষনার্থী ভিত্তিক ট্রেডের জন্য) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এ এলাকায় আবাসিক প্রশি ক্ষণার্থীর চাহিদা তুলনামূলক কম হওয়ায় এটা করা সম্ভব হয়েছে বলে তারা জানান।

১০.২.৩ মহিলা হোস্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ

৫ম তলা ভিতের ওপর নির্মিত মহিলা হোস্টেলটি ১৯৯৮ সালে দুইতলা নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। ১৫৮০ বর্গফুট আয়তনের ভবনটিতে নীচ তলায় ১৪ ফুট × ১১.৮ ফুট আয়তনের ২টি এবং প্রতি তলায় একই আয়তনের ৪টি করে ৪ টি ফ্লোরে মোট ২২টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ৩য় তলা মহিলা প্রশি ক্ষনার্থীদের জন্য নির্বাচিত ট্রেড (ক. পোষাক শিল্প এবং খ. বিউটিফিকেশন) এর ক্লাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আবাসিক ১৪টি কক্ষ প্রতি কক্ষে ৫ জন করে মোট ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার ব্যবস্থা থাকলেও বা স্তবে মাত্র ২ জন প্রশি ক্ষনার্থী থাকেন বলে পরিদর্শনের সময় জানা যায়। যাতায়াতের সুবিধা ও অভিভাবকদের অনাগ্রহের কারনে এ কেন্দ্রের মহিলা আবাসিক হলের চাহিদা তেমন একটা নেই বলে জানা যায়। বৎসরে এ হোস্টেলে প্রতি ব্যাচে কতজন অবস্থান করেন তা জানতে চাই লে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জানান যে, প্রতি ব্যাচে গড়ে ৭/৮ জন এর মত প্রশিক্ষণার্থী মহিলা হোস্টেলে অবস্থান করেন। পরিদর্শনের সময় ছুটির দিন হওয়ায় মহিলা হোস্টেলে প্রশিক্ষণার্থী কাউকে উপস্থিত পাওয়া যায়নি।

১০.২.৪ কর্মচারীদের বাসস্থানঃ

প্রকল্পের আওতায় ৫ তলা ভিতের ১৭২২ বর্গফুট আয়তনের তিনতলাবিশিষ্ট ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। ডরমিটরীর প্রতিটি ফ্লোরে ৪৩০.৫ বর্গফুট আয়তনের ৪টি ইউনিট করে মোট ১২ জন কর্মচারীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ইউনিটগুলি একটি সাধরাণ ছোট পরিবারের বসবাসের জন্য অপ্রতুল মনে হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ২টি বেড, ১টি ডাইনিং, ১টি কিচেন এবং ১টি টয়লেট রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে বাসা ভাড়ার তুলনায় ডরমিটরীগুলিতে ফ্ল্যাট রেট হওয়ায় কর্মচারীরা সেখানে থাকতে উৎসাহিত হয় এবং কর্মস্থলে বসবাস করায় তাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। ইউনিট ছোট হওয়া সত্ত্বেও কর্মচারীদের চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে আরও চাহিদা অপূরনকৃত অবস্থায় রয়েছে বলে তাদের সাথে আলাপকালে জানা যায়।

১০.২.৫ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত কাজঃ

বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণের জন্য হ্যাচারী, কাউশেড, পোল্ট্রি, পুকুর সংস্কার এবং মেইন গেট ইত্যাদি রয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণের জন্য হ্যাচারী এবং মৎস্য চাষের জন্য সংস্কারকৃত পুকুর অব্যবহৃত রয়েছে। নদী সংলগ্ন স্থানে পুকুরটি অবস্থিত বিধায় এখানে পানি থাকেনা। পরিদর্শনের সময় পুকুরটি পানিশূণ্য অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। প্র শিক্ষনার্থীদের শি ক্ষার উপকরন হিসেবে ব্যবহার ও প্রশি ক্ষণের লক্ষ্যে কাউশেডে ১টি গরু (মোটাতাজাকরন) এবং দোতলাবিশিষ্ট পোল্ট্রি ইউনিটে ১০০০ ব্রয়লার বাচ্চা রয়েছে যা ৩২/৩৪ দিনে বিক্রয় উপযোগী হবে। পরিদর্শনের দিন এগুলোর বয়স ১২দিন জানা গেল। প্রশিক্ষণ শেষে এসব উপকরন বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে তা পু নরায় বিনিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রে বসবাসরত কর্মচারীরা সহায়তা করে থাকে। বিক্রি শেষে তাদেরকে কিছু পারিশ্রমিক দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল উদ্যোগ। এটির মাধ্যমে একদিকে যেমন কেন্দ্রে নির্মিত অবকাঠামোর ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিলের অর্থ বৃদ্ধি পায়। এ উদ্যোগকে বৃদ্ধি ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। কেন্দ্রের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর ও উপপরিচালক জানান, রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় খাতে খুব কম টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় যা দিয়ে কোন কাজই ভালভাবে সম্পন্ন করা

চিত্রঃ (ক) পানিশূণ্য এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় সংস্কারকৃত বিদ্যমান পুকুর।

যায় না। তারা প্রাথমিকভাবে কাজটি শু রু করার জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর প্র স্তাব করেন। এছাড়া সবজি প্লটে রসুন ও শাক রোপন করা হয়েছে এবং গরুর খাবারের জন্য ঘাস লাগানো হয়েছে যা থেকে সামান্য হলেও কিছু আয় করা যায়।

১০.৩ মাগুড়া জেলা অংশঃ

মাগুড়া যুব উন্নয়ন প্রশিন কেন্দ্রে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ টি প্যাকেজের আওতায় অফিস কাম একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন, কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমিটরী) নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অফিস কাম একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন খাতে ৮১.১৬ লক্ষ, কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমিটরী) নির্মান খাতে ১১৪.১৫ লক্ষ এবং অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার খাতে ২৩৭.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্যাকেজ ৩টির আওতায় নির্মাণ কাজ করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (ক.অফিস ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ - মেসার্স সোনেক্স ইন্টারন্যাশনাল ; খ. স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ- মেসার্স নাসিরউদ্দিন; গ. বভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত কাজ- এ.বি এন্টারপ্রাইজ) নিয়োগ করা হয় এবং চুক্তি মেয়াদ শেষে যথাসময়ে কাজটি হ স্তান্তর করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের মান মোটামুটি ভাল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ঐ সময় প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, উপ পরিচালক, ডেপুটি কো অর্ডিনেটর, একজন প্রশিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

১০.৩.১ অফিস কাম একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ

এ ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারন করা হয়েছে। এ ভবনে ডেপুটি কো অর্ডিনেটরের কার্যালয়, কেন্দ্রের উপ-পরিচালকের কার্যালয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডের জন্য প্রশি ক্ষণ ক্লাস রুম রয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় নীচ তলায় ‘গবাদিপশু-হাঁসমুরগী পালন ও চিকিৎসা’ এবং ‘মৎস্য চাষ ও কৃষি’ শীর্ষক কোর্সের ক্লাস চলমান দেখা গেল এবং ৪০ জন প্রশিক্ষনার্থীর মধ্যে ক্লাসে প্রায় ৩৪/৩৫ জন উপস্থিত ছিল। ভবনের ৪র্থ তলার ১টি কক্ষ বেসিক কম্পিউটারের ওপর প্রশিক্ষণ এবং অন্য কক্ষে বিউটিফিকেশনের ওপর প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে। এখানে কম্পিউটারের চাহিদা অনেক বেশী থাকায় ১টি ব্যাচ শেষ হওয়ার আগে প্রশিক্ষণের জন্য আরেকটি ব্যাচ প্রস্তুত থাকে। উপ পরিচালক জানান, এ কেন্দ্রে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক ট্রেডের ওপর বেশী জোর দেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক বিদ্যমান রয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিয়মিত তদারকি করেন এবং প্রশি ক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে প্রশিক্ষনের সমস্যা/অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে।

১০.৩.২ কর্মচারীদের বাসস্থানঃ

১৭২২ বর্গফুট আয়তনের ষ্টাফ কোয়ার্টারের প্রতিটি ফ্লোরে ৪৩০.৫ বর্গফট আয়তনের ৪টি ইউনিট রয়েছে।এ ডরমিটরীর চাহিদা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। স্থানীয় পর্যায়ে বাসা ভাড়ার তুলনায় সরকারী বাসা ব্যবহারের জন্য প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কর্তন বেশী হওয়ায় এ ধরণের ডরমিটরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে এলাকাভিত্তিক চাহিদা বিবেচনায় এর সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারত।

১০.৩.৩ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত কাজঃ

বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত কাজের মধ্যে প্রশি ক্ষনার্থী ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের সংস্কার ও মেরামত কাজ, প্রশিক্ষণের জন্য হ্যাচারী, কাউশেড, পোল্ট্রি, পুকুর সংস্কার এবং মেইন গেট নির্মাণ ইত্যাদি রয়েছে। মাগুড়া যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংস্কারকৃত সব অবকাঠামো পুরোদমে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এ প্র শিক্ষণ কেন্দ্রে প্র শিক্ষণ ও আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এ কেন্দ্রের ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসার ণ করা হয়নি। বর্তমানে তিনতলাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস ও দোতলাবিশিষ্ট ছাত্রীবাস বিদ্যমান রয়েছে যা দিয়ে চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছেনা। এছাড়া প্রশিক্ষণ ট্রেডের জন্য ক্লাসের স্বল্পতাও রয়েছে বলে কেন্দ্রের উপ-পরিচালক জানান। তিনি আরও বলেন, এ কেন্দ্রের সব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রে উৎপাদিত পন্য (সবজি,ফল, মাছ,পোল্ট্রি, ডেইরি ইত্যাদি) ব্যবহার ও বিক্রয়ের একটি গাইডলাইন প্রনয়ন করা হয়েছে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিলে জমা করা হয়। বর্তমানে ডেইরি ফার্মে ৩ টি ছাগল রয়েছে। পরিদর্শনের কিছুদিন পূর্বে ৫ টি গরম্ন এবং পোল্ট্রি ব্রয়লার বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া কম্পোষ্ট সার, মাশরম্নম চাষ,ফল ও সবজি চাষ মাছ চাষ ইত্যাদি করা হয়। এ কাজে প্রশিক্ষণার্থী, সহকর্মী ও স্টাফদের সহযোগিতা পান। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে কাজের পারিশ্রমিক দেয়া হয় বিধায় তারাও উৎসাহিত হন।

চিত্রঃ মাগুড়ায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকও প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোগে করা ব্রোকলি সবজি বাগান ও মৎস্য চাষকৃত পুকুর।

১০.৪ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

(ক) যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও আত্মকর্মী হওয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব প্রশি ক্ষণ কেন্দ্রগুলো নিজেরাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। প্রয়োজনে এসব কেন্দ্র হতে প্রশি ক্ষণপ্রাপ্ত যুব কর্তৃক গৃহীত ভাল উদ্যোগগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে সবাইকে জানানোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে। এতে করে যুব প্র শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারনা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি যুবসমাজ আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসতে অনুপ্রানিত হবে।

(খ) যুব উন্নয়ন প্র শিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশি ক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের প্র শিক্ষণ পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে ফলো-আপ করা হয়না। উপজেলা পর্যায়ে প্র শিক্ষণ প্রদানের পর প্র শিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে সঠিক তথ্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে একদিকে যেমন জেলা/উপজেলা পর্যায়ে যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের হিসাব, তাদের আয় ও আয়ের উৎস সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যাবে অন্যদিকে আমলযোগ্য সমস্যা সমাধানকল্পে কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

(গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ/সম্প্রসারন জনবলের সংখ্যা ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়নি। যেমনঃ কোন কোন এলাকায় ভাড়া বাসার তুলনায় সরকারিভাবে কর্তনকৃত অর্থ বেশী হয়। সেক্ষেত্রে কর্মকর্তা

ও কর্মচারীদের সরকারি আবাসনের চাহিদা কম হওয়ার কথা। আবার ব্যয়বহুল এলাকায় সরকারি বাসার চাহিদা বেশি। এসব বিষয়/চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা যথাযথ হবে।

(ঘ) পিসিআর এ ২০১৩ সালের ৪টি এবং ২০১৫ সালের ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্প অফিসের সাথে আলাপকালে জানা যায় ২০১৩ সালের ৪টি অডিট আপত্তি ইতিমধ্যে নিস্পত্তি হয়ে গেছে। ২০১৫ সালের ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পিসিআর এ উল্লেখিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্যে	অর্জন
১.	বিদ্যমান যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	প্রকল্পটির আওতায় ইতিমধ্যে ২৯ টি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কাম একাডেমিক ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন এবং ২৯ টি কেন্দ্রে ৫ তলা ভিতের ওপর ৩য় তলা পর্যন্ত স্টাফ ডরমিটরী নির্মান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য ছাত্র হোষ্টেল ও ছাত্রী হোষ্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন/ সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে।
২.	জেলা পর্যায়ের সকল প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে একই ক্যাম্পাসে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করার নিমিত্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে ৫ম তলা বিশিষ্ট ভবনে উন্নীত করা।	জেলা পর্যায়ের চলমান সব প্রশিক্ষণ কোর্স ও জেলা কার্যালয় একই ক্যাম্পাসে স্থানা ন্তরের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ২৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ তলাবিশিষ্ট অফিস কাম একাডেমিক ভবন করা হয়েছে।
৩.	২৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে আবাসিক সিটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পের আওতায় ১৯ টি বিদ্যমান ছাত্র হোষ্টেল এবং ১৭ টি বিদ্যমান ছাত্রী হোষ্টেল এর ৪র্থ ও ৫ম তলা পর্যমত্ম সম্প্রসারন করা হয়েছে। ২টি মহিলা হোষ্টেলের ৪র্থ তলা নির্মান করা হয়েছে। এছাড়া ২৯ টি কেন্দ্রের সংস্কার ও মেরামত কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।পাশাপাশি সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বরিশাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মান কাজও সমাপ্ত করা হয়েছে।
৪.	যুব সমাজের কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।	প্রতিবেদন অনুযায়ী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ অর্থ বছর | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি ২০১৩-১৪ | ২১৬৭৪৯ | ১৯১৩০৩ ২০১৪-১৫ | ২৭৯৬১২ | ২৭৬৪৫৩

১২. উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৩. <u>সমস্যাঃ</u>

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত হবিগঞ্জ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হ্যাচারী, পোল্ট্রি, ডেইরি এবং মৎস্য চাষের জন্য বরাদ্দকৃত পুকুর পরিদর্শনের সময় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে পরি লক্ষিত হয়। এছাড়া মৎস্য চাষের জন্য সংস্কারকৃত পুকুরে কাপড় ধোয়া এবং গোসল নিষিদ্ধ হলেও তা ঐ কাজে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

১৩.২ ফরিদপুর যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুকুরটি নদী সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত বিধায় এখানে পানি থাকেনা। প্রকল্পের আওতায় এটি সংস্কার করা হলেও পানিশূণ্য অবস্থায় থাকার কারনে তা মৎস্য চাষ কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। ফলে মৎস্য চাষ বিষয়ক ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে কলমে শিখতে পারছেনা।

১৩.৩ বর্তমানে দেশের ৫৩ টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবনে পরিচালিত যুব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা তাদের সংখ্যা ও ট্রেডের চাহিদা অনুযায়ী সুবিন্যাস করা হয়নি। যেমনঃ পরিদর্শিত এলাকা মাগুড়ায় আবাসনের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন করা হয়নি। অন্যদিকে হবিগঞ্জ ও ফরিদপুরে আবাসনের সুবিধা অনুযায়ী চাহিদা (বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে) তুলনামুলকভাবে কম।

১৩.৪ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় জেলা পর্যায়ে একই ধরনের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ১২৪০ বর্গমিটার আয়তনের ৫ তলাবিশিষ্ট অফিস কাম একাডেমিক ভবনে (প্রতি তলা ২৪৮ বর্গমিটার) উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের কার্যালয়, ২টি গেষ্ট রুম ছাড়া যে জায়গা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের জন্য কক্ষের সংকুলান করা সম্ভব হয়না। কিছু কিছু ট্রেডের প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ (কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, পোষাক শিল্প ইত্যাদি) অন্য ট্রেডের প্রশিক্ষণ কাজেও ব্যবহার করা যায়না।

১৩.৫ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জনবলের স্বল্পতা রয়েছে বলে জানা যায়। এ কারনে কোন কোন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোন কোন কেন্দ্রে প্রশিক্ষকের অভাবে ট্রেডের চাহিদা থাকা সও তা চালু করা যাচ্ছেনা। আবার কোন ট্রেডে শুধুমাত্র ১ জন প্রশিক্ষক থাকায় তার বিভিন্ন অসুবিধার কারনে ছুটির প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

১৩.৬ মাগুড়া যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কাম একাডেমিক ভবনের ভেঙ্গে যাওয়া সিঁড়ি সংস্কার করে ষ্টিলের পাত লাগানো হলেও সংস্কার অংশে মোজাইক করা হয়নি। ফলে পূর্বের মোজাইককৃত অংশের সাথে এটিকে বেমানান মনে হচ্ছে।

১৩.৭ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং এর অভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪. **সুপারিশঃ**

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও সংস্কারকৃত সব অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে পর্যায়ভিত্তিক (যে ক্ষেত্রে যিনি প্রযোজ্য) মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সংশ্লিষ্ট জেলা) এবং বাসত্মবায়নকারী সংস্থা (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে (অনু ১৩.১ ও ১৩.৭)।

১৪.২ ফরিদপুর যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কারকৃত পুকুরটি পানিশূণ্য অবস্থায় থাকার কারনে মৎস্য চাষ বিষয়ক ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে কলমে শিখতে পারছেনা। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ট্রেড চালু/গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে এর বিকল্প ব্যবস্থা (যেমনঃ পুকুর লীজ) করা যেতে পারে (অনু ১৩.২)।

১৪.৩ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা তাদের সংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী সুবিন্যাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অফিস কাম একাডেমিক ভবনে ট্রেডের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে অবকাঠামো নির্মা ণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে (অনু ১৩.৩, ১৩.৪ ও ১০.৪ (গ) অংশ)।

১৪.৪ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা ও ফলপ্রসু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল (বিশেষ করে ট্রেড প্রশিক্ষক) সংস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে (অনু ১৩.৫)।

১৪.৫ মাগুড়া যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কাম একাডেমিক ভবনের ভেঙ্গে যাওয়া সিঁড়ি যথাযথভাবে সংস্কারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে (অনু ১৩.৬)।

১৪.৬ অন্যান্যঃ

১৪.৬.১ যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও আত্মকর্মী হওয়ার জন্য যুব প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারনা/উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব কর্তৃক গৃহীত ভাল উদ্যোগগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে সবাইকে জানানোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে (অনু ১০.৪ এর (ক) অংশ)।

১৪.৬.২ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অবস্থান (কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মী) সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক ফলো-আপ করে এদের মধ্যে কতজন চাকরি পেয়েছেন ও কতজন আত্মকর্মী হয়েছেন সে বিষয়ে সঠিক তথ্য সং রক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে (অনু ১০.৪ এর (খ) অংশ)।

১৪.৬.৩ পিসিআর এ উল্লেখিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে (অনু ১০.৪ এর (ঘ) অংশ)।

২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৪)

১. প্রকল্পের নাম : ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৪. প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর	সদর
রাজশাহী	রাজশাহী ও নাটোর	সদর
খুলনা	খুলনা, চুয়াডাঙ্গা	সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	সদর

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)			
৯৭৮১.১৩	১০৭২৫.২০	১০৫৫২.৪৯	০১.০১.২০১১ হতে ৩০.০৬.২০১৩	০১.০১.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১৩	০১.০১.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১৪	০১.০১.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১৪	৭৭১.৩৬ (১০৭.৮৯%)	০৬ মাস (১২০%)

৬. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ:
- ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত; এবং
- খুলনা ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন।

৬.২ প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

স্টেডিয়াম হল একমাত্র ভেন্যু যেখানে খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করতে পারে এবং সারা বছর বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিয়মিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়ার গড়ে তোলা সম্ভব। বর্তমানে খেলাধুলাকে সাধারণ শিক্ষার একটি আবশ্যিক অংগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। খেলাধুলার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সচেতন আত্মপ্রত্যয়ী নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। উপরোক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ ছাড়া ৬২ টি জেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।এর মধ্যে অনেক স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে বেশ আগে।নির্মাণের পর এগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষন না হওয়ায় দ্রুত ব্যবহার উপযোগিতা হারাচ্ছে।এর মধ্যে থেকে ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত, খুলনা ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপেক্সের অধিকতর উন্নয়নসহ চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণকল্পে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৯৭৮১.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪.০১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৭২৫.২০ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক এবং এর বাসত্মবায়ন মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে গত ২৭.০৬.২০১৩ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি ১ম বার সংশোধন করা হয়। এরপর ব্যয় ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করে ০১.০১.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১৪ করা হয়।

৬.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হল: (ক) প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ; (খ) সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ; (গ) সুইমিংপুল নির্মাণ; (ঘ) জিমন্যসিয়াম নির্মাণ; (ঙ) অফিস কাম হোস্টেল নির্মাণ; (চ) ভূমি অধিগ্রহণ; (ছ) ভূমি ও খেলার মাঠের উন্নয়ন; (জ) খেলার মাঠের চারেদিকে গ্রীল ফেন্সিং কাজ; (ঝ) খেলার মাঠের চারেদিকে গার্ড ওয়ালসহ আরসিসি ড্রেন ও কাঁটা তারের বেড়া বেষ্টিত আরসিসি বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ; (ঞ) ওয়াকওয়ে, আভ্যন্তরীন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ; (ট)যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি।

৬.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল
১।	জনাব মোহাম্মদ আযম, উপ সচিব	১৬.০৪.২০১১ হতে ২০.০১.২০১৩
২।	জনাব সন্তোষ কুমার পন্ডিত, উপ সচিব	২১.০১.২০১৩ হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৬.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১০৭২৫.২০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মোট ১০৫৫২.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (৯৮.৩৯%)।এর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪৭.৫১ লক্ষ টাকা অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়। তবে বাস্তব কাজের অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন, খেলার মাঠের উন্নয়ন,খেলার মাঠের চারেদিকে গ্রীল ফেন্সিং কাজ, সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ, দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ, কাটা তারের বেড়া বেষ্টিত আরসিসি বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে এবং আভ্যমত্মরীন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ) ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত (আরসিসি বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ, সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ, খেলার মাঠের উন্নয়ন, গ্রীল ফেন্সিং কাজ, খেলার মাঠের চারেদিকে গার্ড ওয়ালসহ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ওয়াকওয়ে এবং আভ্যন্তরীন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি) এবং খুলনা ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপেক্সের অধিকতর উন্নয়ন (খেলার মাঠের উন্নয়ন, দোতলা পর্যমত্ম অফিস কাম হোস্টেল নির্মাণ, সুইমিং পুল এবং জিমন্যসিয়াম নির্মাণ), একটি পরিদর্শন যানবাহন (ডাবল কেবিন পিক আপ) ক্রয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ণ(পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
A.	**Chuadanga District Stadium**					
1	Land Development	Cum	210117.00	457.76	210478.53	457.76
2	Play ground development					
	a) Earth filling with alluvial soil	Cum	6750.00	26.95	6749.98	26.95
	b) Turfing	Rm	22500.00	4.96	18206.61	4.93
	Sub-Total =			**489.67**		**489.64**
3	Grill fencing work play filed					
	a) RCC Drain in/c guard wall and around the play field	Rm	694.50	45.57	694.50	45.57
	b) Grill fencing work M.S Angle and rood around the Play	Rm	971.00	27.82	945.00	27.78
	Sub-Total=			**73.39**		**73.35**
4	Ground floor Gallery (12-Step) (O-1700ft, R-1700 ft)					
	a) Ground floor		6500.00	346.78	6264.10	345.89
	b) Superstructre		6500.00	384.27	5911.86	383.93
	Sub-Total =			**731.05**		**729.82**
5	Two-storied pavilion building (120'-0"X65'-0")					
	a) Foundation (3-Storied) in/c. pile	Rm	725.00	86.13	725.00	86.13
	b) Ground floor	Sqm	725.00	79.59	725.00	79.59
	c) 1st Floor	Sqm	502.00	53.15	596.44	53.15
	d) Internal Sanitary and water supplery work	Sqm	1227.00	5.72	1321.44	5.78
	e) Internal Electrical work	Sqm	1227.00	10.40	1321.44	10.40
	f) Electrical connection	L.S	L.S	6.99		6.90
	g) Furniture	L.S	L.S	2.00		2.00
	Sub Total=			**243.98**		**243.95**
6	Walk way	Sqm	475.00	5.97	475.00	5.97
7	Boundary wall, barbed wire fencing (RCC)	Sqm	1275.00	59.07	1279.00	59.17
8	Public toilet	Sqm	8.00	27.18	8.00	27.18
9	Approach road & Internal road RCC.	Rm	4700.00	70.69	4658.00	70.67
	Total (A)=			**1701.00**		**1699.75**
A.	**Hobigonj District Stadium**					
1	Land development	Cum	258135.00	206.51	254787.50	203.83

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
2	Palisading (supply of Drum sheet, Bollah & Horigontal bracing)	Sqm	3680.00	25.26	3660.49	25.12
3	Play ground development					
	(a) Earth filling with alluvial soil	Cum	6710.00	20.13	6687.22	20.06
	(b) Turfing	Sqm	20000.00	4.00	19800.00	3.96
	Sub Total=			**24.13**		**24.02**
4	Grill fencing around play field					
	(i) RCC Drain including guard wall around the play field	Rm	504.00	55.95	504.00	55.95
	(ii) Grill fencing with M.S Angle and Rod around the play field	Rm	504.00	26.83	504.00	26.83
	Sub Total=			**82.78**		**82.78**
5	Ground floor gallery (12 step),(O-1700ft, R-1400ft)					
	a) Foundation	Sqm	5353.00	330.92	5353.00	330.92
	b) Superstructure	Sqm	5353.00	543.60	5353.00	543.60
	Sub Total=			**874.52**		**874.52**
6	Two Storied pavilion Building (120ft x 65ft)					
	a) Foundation (3 storied)	Sqm	766.00	87.51	766.00	87.51
	b) Ground floor	Sqm	766.00	109.61	766.00	109.61
	c) 1st Floor	Sqm	430.00	59.13	430.00	59.13
	d) Internal water supply and sanitation work	Sqm	1196.00	14.17	1196.00	14.17
	e) Internal Electrification work	Sqm	1196.00	16.37	1196.00	16.37
	f) Electric connection	L.S		0.75	1.00	0.75
	g) Furniture	L.S		5.00	1.00	4.98
	Sub Total=			**292.54**		**292.52**
7	Walk way	Sqm	969.00	25.00	969.00	25.00
8	Boundary wall with barbed wire fencing (RCC)	Rm	834.00	64.03	834.00	64.03
9	Public Toilet	Each	6.00	30.57	5.00	25.48
10	Approach road & internal road (RCC)	Sqm	4798.00	84.78	4798.00	84.78
	Total (B) =			**1710.12**		**1702.08**
B.	**Mymensingh District Stadium**					
1	Boundary wall (RCC)	Rm	900.00	78.30	655.00	78.25
2	Two Storied pavilion Building (Or.120ft x 65ft, R.126ft x					

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
	69ft)					
	a) Foundation (3storied)	Sqm	854.00	93.94	854.00	86.59
	b) Ground floor	Sqm	854.00	81.13	854.00	77.84
	c) 1st Floor	Sqm	500.00	49.00	500.00	49.00
	d) Sanitary work	Sqm	1354.00	12.19	1354.00	12.19
	e) Electrical work	Sqm	1354.00	13.54	1354.00	13.54
	f) External water and electrical supply	L.S		2.00		0.00
	g) Furniture	L.S	-	10.00	-	9.55
	Sub Total=			**261.80**		**248.71**
3	Ground floor gallery (12 step) (R-1650ft)					
	a) Foundation up to PL	Sqm	5521.00	318.56	5521.00	297.39
	b) Superstructure	Sqm	5827.00	481.82	5827.00	437.81
	Sub Total=			**800.38**		**735.20**
4	Play ground development					
	(a) Earth filling	Cum	58010.00	136.32	58010.00	133.17
	(b) Earth filling with alluvial soil	Cum	8350.00	29.23	8350.00	29.07
	(c) Turfing	Sqm	21610.00	5.19	21610.00	5.11
	Sub Total=			**170.73**		**167.35**
5	RCC drain including guard wall around play field	Rm	549.00	56.95	549.00	56.16
6	Grill fencing with M.S angle and rod	Rm	549.00	17.79	549.00	17.79
7	Walk way	Sqm	1057.00	15.69	1057.00	15.69
8	Approach read & internal road (RCC)	Sqm	5200.00	92.30	5200.00	60.88
	Total (C)=			**1493.94**		**1380.03**
C.	**Natore District Stadium**					
1	Play Ground development					
	i) Earth filling	Cum	6450.00	12.26	4848.60	9.21
	ii) Alluvial soil with dressing & spreading	Cum	10700.00	32.10	10700.00	32.10
	iii) Dibbing of grasses	Sqm	23000.00	5.52	22998.94	5.52
	Sub Total=			**49.88**		**46.83**
2	Grill fencing M.S angle rod	Rm	128.00	**2.62**	128.00	2.62
3	3.i) RCC drain and guard wall	Rm	430.00	42.15	430.00	42.15
	3.ii) RCC drain cover	Rm	530.00	2.60	530.00	2.60
	Sub Total=			**44.75**		**44.75**
4	Construction of ground floor gallery (O-1500ft)					
	4.i) Foundation up to PL	Sqm	5480.00	306.99	5450.00	305.30
	4.ii) Superstructure work	Sqm	4570.00	388.59	4542.00	386.20

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
	4.ii.a) Construction Gallery Extension	sqm	910.00	77.35	906.00	77.03
	4.iii) Gallery & pavilion building Renovation	L.S		22.00	L.S	22.00
	Sub Total=			**794.95**		**790.53**
5	Internal Road (RCC) & Carpeting	Sqm	3870.00	57.16	3839.00	56.70
	Total (D) =			**949.36**		**941.43**
D.	**Tangil District Stadium**					
1	Play ground development					
	i) Alluvial soil with dressing & spreding	Cum	10320.00	30.96	10320.00	30.96
	ii) Dibbing of grasses	Sqm	21850.00	5.24	21518.00	5.16
	Sub Total=			**36.20**		**36.12**
2	Grill fencing M.S angle rod	Rm	574.00	**31.46**	574.00	**31.46**
3	RCC Drain and Guard wall	Rm	560.00	**61.60**	568.00	**62.48**
4	Construction of ground floor gallery (700ft)					
	i) Foundation up to PL	Sqm	2620.00	136.00	2594.00	134.65
	ii) Superstructure work	Sqm	2620.00	200.09	2594.00	198.10
	iii) Gallery repairing	L.S	-	13.25		12.02
	Sub Total=			**349.34**		**344.77**
5	Approach & internal road (RCC)	Sqm	4309.00	**71.74**	4302.00	**71.63**
6	Pavilion Building extension					
	i) Ground Floor	Sqm	372.00	47.88	372.00	47.88
	ii) 1st Floor	Sqm				
	iii) Sanitary works	Sqm	372.00	3.46	372.00	3.46
	iv) Electrical works	Sqm	372.00	4.88	372.00	4.88
	Sub Total=			**56.22**		**56.22**
7	Walk way	Sqm	1020.00	15.34	1020.00	15.34
8	Main gate	L.S		3.63		3.63
	Total (E)=			**625.53**		**621.65**
E.	**Faridpur District Stadium**					
1	Play ground development					
	i) Alluvial soil with dressing & speeding	Cum	10800.00	46.98	10800.00	46.98
	ii) Dibbing of grasses	Sqm	15438.00	3.71	15438.00	3.70
	Sub Total=			**50.68**		**50.68**
2	Boundary wall (RCC)	Rm	362.00	**23.05**	360.00	**22.92**
3	Gallery -1380ft (4 steep-126ft, 6 steep 254ft, 12 steep 1000ft)					
	i) Foundation up to P.L	Sqm	5068.00	293.69	5011.38	293.69
	ii) Superstructure work	Sqm	4532.00	434.62	4566.00	434.62

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
	iii) Public Toilet	nos	4.00	18.92	4.00	18.92
	Sub Total=			**747.23**		**747.23**
4	Walk way	Sqm	4326.00	62.73	4291.00	62.41
5	RCC drain and Guard wall	Rm	490.00	47.45	492.00	47.45
	Total (F) =			**931.14**		**930.69**
F.	**Khulna women Sports Complex**					
1	Field Development					
	i) Play field development work with alluvial soil	Cum	10270.00	42.93	10264.49	42.90
	i) field development work	Cum	33689.00	75.18	33643.75	75.02
	ii) Turfing	Sqm	31380.00	7.53	31373.00	7.53
	Sub Total=			**125.64**		**125.45**
2	Hostel Building (1st Floor)					
	i) Superstructure (1st Floor only)	Sqm	628.00	119.18	628.00	119.18
	ii) Internal sanitary nad water supply work	Sqm	628.00	2.38	628.00	2.12
	iii) Internal Electrification work	Sqm	628.00	9.45	628.00	8.44
	Sub Total=			**131.01**		**129.74**
3	Roof top RCC parapet	Sqm	79.00	1.42	70.00	1.00
4	Internal Road (RCC)	Sqm	1638.00	35.54	1638.00	35.48
5	Boundary wall with barbed wire fencing (RCC)	Rm	223.00	18.27	223.00	18.16
6	Construction of Gymnasium (182ftx142ft)					
	i) Foundation with pile foundation	Sqm	2417.00	196.50	2417.00	196.40
	ii) Superstructure including prefabricated steel Roof	Sqm	2417.00	437.13	2417.00	431.70
	iii) Sanitary works	Sqm	2417.00	25.64	2417.00	22.97
	iv) Electrical works	Sqm	4000.00	57.16	4000.00	57.12
	Sub Total=			**716.43**		**708.19**
6.1	Surface drain (in/C outer)	Rm	1087.00	22.51	1022.00	20.29
6.2	Boundary wall with barbed wire fencing	Rm	-	-		
6.3	1.5 H.P Hand driven tube-well including water supply	Nos	1.00	1.07	1.00	1.07
6.4	Internal Road (RCC)	Sqm	586.00	14.28	557.12	13.99
6.5	Flood light (For indoor games)	Nos	100.00	12.00	93.00	11.17
6.6	Gymnasium equipment	L.S	-	10.00		10.00
6.7	Furniture	L.S	-	15.50		15.50

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
	Sub Total (6.1 -6.7)=			**75.36**		**72.02**
7	Construction of Swimming pool					
7.1	Land development work (AV. 3'-6")	Cum	4725.00	4.73	1732.89	2.16
7.2	Swimming pool (50mx22m) including deck and pool tiles (8-Lane)	Sqm	1894.00	374.69	1894.00	374.00
7.3	Pavilion building (Office & Dressing room)					
	i) Office building with pile foundation	Sqm	480.00	16.82	480.00	16.82
	ii) Foundation with basement floor for filtration plant	Sqm	480.00	21.40	480.00	21.40
	iii) Superstructure	Sqm	480.00	29.98	480.00	29.98
	iv) Internal sanitary work (ground floor 1st floor)	Sqm	480.00	11.97	480.00	7.93
	v) Internal electrification work	Sqm	480.00	15.03	480.00	13.39
	Sub Total=			**95.20**		**89.52**
7.4	Construction of Gallery (200ft)					
	i) Foundation	Sqm	898.00	47.90	898.00	47.90
	ii) Superstructure	Sqm	898.00	62.62	898.00	62.02
	Sub Total=			**110.52**		**109.92**
7.5	Swimming pool Accessories (Anti turbulent racing lane -8 nos, 2nos Vacuum cleaner, wall brush, Leaf Skimmer, S S ladder, Handgrips, Starting pad etc) Foreign	L.s	-	45.00		45.00
7.6	Connecting Road (RCC)	Sqm	558.00	11.86	471.19	11.86
7.7	Drainage system & water supply system	Nos	1.00	37.54	1.00	34.64
7.8	Filtration plant	Nos	1.00	130.00	1.00	130.00
7.9	Prefabricated shed	Sqm	450.00	30.00	211.43	30.00
	Sub Total (7)=			**839.54**		**827.10**
	Total(G) =			**1943.21**		**1917.14**
G.	**Rajshahi Womens Sports Complext**					
1	Field development					
	i) Field Development work with alluvial soil	Cum	7065.00	2.12	6810.14	2.04
	Sub Total=			**2.12**		**2.04**
2	Hostel cum-office building					

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
	upto 1st floor with 6 storied foundation					
	i) Foundation with pile foundation	Sqm	743.00	101.00	743.00	101.00
	ii) Ground Floor	Sqm	743.00	109.00	743.00	109.00
	iii) 1sr Floor	Sqm	743.00	100.19	743.00	100.19
	iv) Roof top RCC paraphet wall	Sqm	90.00	1.50	90.00	1.50
	v) Chillakhata	Sqm	37.00	3.00	37.00	3.00
	vi) Sanitary work	Sqm	1293.00	10.40	1293.00	10.40
	vii) Electrical work	Sqm	1293.00	13.19	1293.00	13.19
	Sub Total=			**338.28**		**338.27**
3	Surface drain	Rm	116.00	2.25	91.80	1.78
4	1.5 H.P Hand driven tube-well including water supply	L.S	-	11.60		9.88
5	Internal Road (RCC)	Sqm	890.00	16.96	885.79	16.88
6	Construction of Swimming pool					
6.1	Land development work	Cum	2000.00	2.86	1982.58	2.84
6.2	Swimming pool (50mX22m) including deck and pool tiles (8-Lane)	Sqm	1900.00	369.00	1896.04	368.23
6.3	Pavilion building (Office & dressing room)					
	(a) Office building with pile foundation	Sqm	480.00	33.00	480.00	33.00
	(b) Foundation with basement floor for filtration plant	Sqm	480.00	27.00	480.00	27.00
	(c) Superstructure	Sqm	480.00	43.25	480.00	43.25
	(d) Internal sanitary work (Ground Floor to 1st Floor)	Sqm	480.00	16.61	480.00	16.61
	(e) Internal Electrification work	Sqm	480.00	20.60	480.00	20.60
	Sub Total=			**140.45**		**140.45**
6.4	Construction of Gallery					
	(i) Foundation	Sqm	700.00	39.02	700.00	39.02
	(ii) Superstructure	Sqm	700.00	59.91	700.00	59.91
	Sub Total=			**98.92**		**98.92**
6.5	Swimming pool Accessories (Anit turbulent, 2-Nos Vacuum Cleaner, Racing lane 8 Nos wall brush, Leaf Skinner S.S Ladder, Handgrips, Starting pad etc)	L.S	-	22.34		22.19

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4	6	7	9
6.6	Connecting Road (RCC)	Sqm	120.00	2.24	118.63	2.21
6.7	Drainage system & water supply system	Nos	1.00	18.00	1.00	18.00
6.8	Filtration plant	Nos	1.00	48.15	1.00	48.15
6.9	Prefabricated shed	Sqm	840.00	114.73	836.92	114.31
	Total (H)=			**1187.90**		**1184.16**
	Total (A to H)=					**10376.93**
I.	Purchase of inspection vehicle (Double cabin pickup with carryboy)	Nos	1.00	42.00	4140000.00	41.40
J.	Consultancy services of all personnel for preliminary survey, designing drawing & supervision.	Month	24.00	122.00	508333.00	116.15
K.	Preparatrion of DPP, Stationary, Computer equipment etc.	L.S		4.00		3.19
L.	Tender preparation, advertisement bill & others items.	L.S		2.00		2.00
M.	Honorarium of steering committee, PIC, DPEC, TEC, evaluation and others entertainment. (Honorarium of steering committee/ TEC and others meeting chairman 2000.00 & others members 1000.00 per member/ per meeting).	L.S		3.00		2.82
N.	Unexpected, Fuel & misc. expenditure etc.	L.S		10.00		10.00
	Sub Total (J to N)=			**183.00**		**175.56**
Grand Total TK=				**10725.20**		**10552.49**

৮.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

৯.০ পরিদর্শিত এলাকাঃ

সমাপ্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৩ ক্যাটাগরীর কার্যক্রম যেমনঃ (ক) ২ টি নতুন স্টেডিয়াম (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ) নির্মাণ, (খ) ৪টি বিদ্যমান স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর)সংস্কার ও মেরামত কাজ এবং (গ) ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপেক্সের (খুলনা ও রাজশাহী) অধিকতর উন্নয়ন অ ন্তভূক্ত ছিল। সে বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত এ ৩ ক্যাটাগরীর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সং শ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক কর্তৃক গত

২৭.১১.২০১৫ তারিখে রাজশাহী, ২৮.১১.২০১৫ তারিখে নাটোর ও ০৮.০১.২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ জেলা অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

৯.১ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়নঃ

রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সটি রাজশাহী সদর থেকে প্রায় ১কি.মি. দূরে অবস্থিত। প্রকল্পের আওতায় এ কমপ্লেক্সের ভূমি উন্নয়ন, ৬ তলা ভিতের ওপর দ্বিতল হোস্টেল কাম অফিস ভবন নির্মাণ এবং সুইমিংপুল নির্মাণ ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভূক্ত ছিল। মূল ডিপিপিতে প্রকল্পের এ অংগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় ধরা ছিল ১১৪২.৬৩ লক্ষ টাকা যা পরবর্তীতে আরডিপিপিতে বাস্তব প্রয়োজন বিবেচনায় ১১৮৭.৯০ লক্ষ টাকা করা হয়। এর মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ১১৮৪.১৬ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের তুলনায় ২.৮৪ লক্ষ টাকা কম)। এ অংশের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২টি প্যাকেজের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। হোস্টেল কাম অফিস ভবন এবং ভূমি উন্নয়ন কাজের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কে.এইচ.বি.ই (জেভি) কে গত ১২/০১/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ (০৯ মাসের জন্য) প্রদান করা হয় এবং ০৪/১০/২০১২ তারিখে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। আর সুইমিংপুল নির্মাণ কাজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স টেকনিক কর্পোরেশন (জেভি) কে গত ১৮/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ (০১ বছরের জন্য) প্রদান করা হয় এবং গত ১০/১২/২০১২ এর মেয়াদ শেষ হয়। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এ কমপ্লেক্সটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ কমপ্লেক্সেও পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য মোট ১১ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কতিপয় উল্লেখযোগ্য অংগের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

৯.১.১ ভূমি উন্নয়নঃ

এ কমপ্লেক্সের ভূমি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত (২.১২ লক্ষ টাকা) অর্থ ব্যয় (২.০৪ লক্ষ টাকা) করা হলেও মাঠের কোন কোন জায়গা উঁচু নিচু পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া মাঠের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অনেক বছরের পুরানো ১টি অবকাঠামো ও কিছু গাছপালা বিদ্যমান রয়েছে যা মাঠের প্রকৃত আয়তনকে অনেক ছোট করে দিয়েছে। এছাড়া মাঠের এক অংশের লম্বা ঘাস দেখে প্রতীয়মান হয় যে, মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা হয়না এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষন করা হয়না।

৯.১.২ হোস্টেল কাম অফিস ভবন নির্মাণঃ

মূল গেইটের সন্নিকটে হাতের বাম দিকে ৬ তলা ভিতের ওপর মোট ১৪৮৬ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল হোস্টেল কাম অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।এ ভবনের মোট ২০টি কক্ষ (নীচতলায় ৯টি অফিস রুম, ১টি কনফারেন্স রম্নম, ১টি ডাইনিং কাম কিচেন, স্টোর ও ওয়াশরুম এবং উপরের তলায় মহিলা প্রশিক্ষণার্থী বা খেলোয়াড়দের থাকার জন্য ১১টি রুম, কমন রুম, টিভি রুম, লবি ইত্যাদি) নির্মাণ করা হয়েছে। তবে হোস্টেল কাম অফিস ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্র বরাদ্দ রাখা হয়নি। এর মধ্যে হোস্টেল ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে জানানো হয় যে, বিভাগীয় পর্যায়ে ১টি টুর্ণামেন্টের জন্য এ পর্যন্ত হোস্টেলটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং তখন ভাড়ায় বেড-বেডিং এর মাধ্যমে মেয়ে খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া নবনির্মিত কমপ্লেক্সের বাইরের অংশে বড় ধরনের ২টি ফাটল পরিলক্ষিত হয়। কমপ্লেক্সের পাশের বাইপাস সড়ক উঁচু করায় নিরাপত্তা দিক বিবেচনায় হোস্টেল সংলগ্ন সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা মেয়েদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

৯.১.৩ সুইমিংপুল নির্মাণঃ

প্রকল্প এলাকার দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে পুল টাইলস ও ডেকসহ ৮ লেনের ৫০মিটার বাই ২২ মিটার আয়তনের সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়েছে। সুইমিং পুলের পূর্ব ও পশ্চিম উভয়পাশে দর্শকদের জন্য ৯৮.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ ধাপের গ্যালারী নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১১৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮৩৬.৯২ বর্গমিটার আয়তনের প্রিফেব্রিকেটেড সেডও নির্মাণ করা হয়েছে। পশ্চিমপাশে অফিস রম্নম ৪ টি কনফারেন্স ১ টি ওয়াশ রম্নম ২টি এবং পূর্বপাশে খেলোয়াড়দের জন্য বাথরুমসহ ২টি লাউঞ্জ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সুইমিং পুল সংলগ্ন প্যাভিলিয়ন ভবনের একপাশে সাটারসহ কার পার্কিং এরিয়া রাখা হয়েছে। কমপ্লেক্সটিতে সাপ্লাই এর পানির ব্যবস্থা না থাকায় ডীপ টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে পুলে পানির সংস্থান করা হয়েছে। এর সাথে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাদিও স্থাপন করা হয়েছে। ৪৮.১৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ফিলট্রেশন প্ল্যান্ট এর মধ্যে ফিল্টার, পাম্প, মোটর সেট, ড্রেনেজ সিস্টেম এবং আল্ট্রা ভায়োলেট সিস্টেমসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপস্থিত প্রকৌশলী জানান, পুলে সরবরাহের জন্য

চিত্রঃ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নবনির্মিত ৮ লেনের সুইমিংপুলের একাংশ ।

উত্তোলিত পানিতে আয়রণ উঠে আসে। ফলে উত্তোলিত পানি পুলে বেশিদিন ধরে রাখা যায়না। আবার পুল বেশিদিন পানিবিহীন রাখলে গরমে টাইলস ফেটে যায়। এছাড়া পুলের কয়েক জায়গায় ভাংগা টাইলস পরিলক্ষিত হয়। এতে ভবিষ্যতে পুলের পানি লিক করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এর বর্তমান ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হয়, বর্তমানে ১০-১২ জন প্রশিক্ষনার্থী রয়েছে যাদেরকে নামমাত্র মূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এত বড় আকারের সুইমিংপুলের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ যেহেতু অনেক বেশি তাই এর ব্যবহার উপযোগিতা বাড়াতে না পারলে এ ব্যয় বহন করা অনেক দুরহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া নিচতলায় ফিলট্রেশ প্লান্ট এবং কার পার্কি জায়গা ছাড়া পুরো জায়গাই খালি রাখা হয়েছে।এটাকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা যেত। ভবিষ্যতে স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে জায়গার সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত যথাযথভাবে পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে যাতে করে টেকসই উন্নয়ন হয়।নীচতলার কিছু অংশে পানি জমে ভিজে স্যাঁতস্যাতে হয়ে গেছে এবং লাগানো প্লাস্টার ঝরে পড়ছে। আবার দেয়ালের দু'এক জায়গায় ফাটলও দেখা দিয়েছে যা দ্রুত মেরামত করা আবশ্যক ।

৯.২ নাটোর স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামতঃ

আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নাটোর স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ হিসেবে খেলার মাঠ উন্নয়ন, গ্রীল ফেন্সিং, আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী নির্মাণ গ্যালারী ও প্যাভিলিয়ন ভবন সংস্কার এবং আভ্যন্তরীণ রা স্তা ও কার্পেটিং খাতে ৯৪৯.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ৯৪১.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ১টি প্যাকেজের আওতায় এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স পারিশা ট্রেড সিস্টেম'কে গত ১২/০১/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ২৯/১২/২০১৩ তারিখে চুক্তির মেয়াদ সম্পন্ন হয়।

৯.২.১ খেলার মাঠ উন্নয়নঃ

খেলার মাঠ উন্নয়ন খাতের মধ্যে মাটি ভরাট, ড্রেসিং ও স্প্রেডিংসহ দোঁআশ মাটি এবং ঘাস লাগানো কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যার ব্যয় প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ৪৯.৮৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে খরচ হয়েছে ৪৬.৮৩ লক্ষ টাকা। এ স্টেডিয়ামে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং পরিদর্শনের পূর্বদিন ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। এছাড়া তাদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে যতটুকু সম্ভব এর গুণগত মান বজায় রেখে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। তবে আরো ভাল কাজ করা যেত কিন্তু বরাদ্দ অপ্রতুলতার কারণে তা করা সম্ভব হয়নি। পরিদর্শনের সময় মাঠে ফুটবলের গোলপোষ্ট এবং অন্যান্য অবস্থা দেখে এটাকে খেলার উপযোগী বলেই মনে হয়েছে।

৯.২.২ গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী সম্প্রসারণ ও সংস্কারঃ

এ প্রকল্পে ৭৭.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯০৬ বর্গমিটার আয়তনের গ্যালারী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পূর্বে প্যাভিলিয়ন ভবনের দু'পাশে ১১ ধাপের ২টি গ্যালারী ছিল। বর্তমানে পুরো মাঠ জুড়ে ১২ ধাপের গ্যালারী নির্মাণ করা হয়। গ্যালারীর একটা অংশের সংস্কার কাজ যথাযথ হয়নি বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া বাকি অংশের কাজ ভাল হয়েছে বলে মনে হয়েছে। এ স্টেডিয়ামের সাধারণ ও ভিআইপি গ্যালারী মিলে দর্শক ধারণক্ষমতা প্রায় ২০ হাজার বলে জানা যায়।

৯.২.৩ প্যাভিলিয়ন ভবন সংস্কারঃ

সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপিতে প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর সংস্কার খাতে যৌথভাবে বরাদ্দকৃত মোট ২২.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে। তবে নির্মিত প্যাভিলিয়ন ভবনের ভি.আই.পি বক্সে জানালায় যে গ্লাস সরবরাহ করা হয়েছে তার পুরুত্ব কম থাকায় গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম অনুভুত হয় এবং বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার সময় বলের আঘাতে তা ভেংগে যায়। এ পর্যন্ত দু'বার তা পাল্টানো হয়েছে বলে উপস্থিত ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। প্রকল্পের মধ্যে কোন আসবাবপত্রের সংস্থান না থাকায় তা খালি রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়।

চিত্রঃ নাটোরের শংকর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সংস্কারকৃত প্যাভিলিয়ন ভবন ।

এছাড়া প্যাভিলিয়ন ভবনের নিচতলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা হয়েছে যা দোতলায় হলে ভাল হত যাতে করে খেলোয়াড়রা মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নিতে পারে। ভবিষ্যতে পরিকল্পনা প্রনয়নের সময় এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিদর্শনকালে জানালার গম্লাসের ফ্রেম বেঁকে যাওয়াসহ ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে ফলস সিলিং এর একপাশ ভিজে স্যাঁতস্যাতে হওয়া পরিলক্ষিত হয়। এ কাজগুলো যথাযথভাবে সংস্কার ও মেরামত করার প্রয়োজন রয়েছে।

৯.২.৪ গ্রীল ফেন্সিং কাজ, আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল এবং আভ্যন্তরীন (আরসিসি) রাস্তা নির্মাণঃ

মাঠের চারেদিকে ১২৮ রানিং মিটার গ্রীল ফেন্সিং কাজ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ (২.৬২ লক্ষ টাকা) সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে।এছাড়া পুরো মাঠ জুড়ে মোট ৪৪.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ড্রেনের কভার হিসেবে আরসিসি সস্নাব ব্যবহার করা হয়েছে। ৫৬.৭০ লক্ষ টাকার আভ্যন্তরীন (আরসিসি) রাস্তা নির্মাণ কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ কাজগুলো ভাল মানের হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৯.৩ হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণঃ

হবিগঞ্জ নতুন জেলা স্টেডিয়ামটি ১১.২০ একর ওপর নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ভূমি উন্নয়ন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, খেলার মাঠের চারিদিকে গ্রীল ফেন্সিং কাজ, ১২ ধাপের গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী নির্মাণ, দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ, ওয়াকওয়ে, বারবেড ওয়্যারসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সংযোগ সড়ক ও আভ্য ন্তরীন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছ। এ কাজটি সম্পন্নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স মেঘনা ট্রেডার্স এন্ড আব্দুল খালেক (জেবি)'কে গত ২৩/০২/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং গত ৩০/১২/২০১৪ তারিখে চুক্তি মেয়াদ সম্পন্ন শেষে হবিগঞ্জ জেলা ক্রীড়া

চিত্রঃ হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের সম্মুখ অংশ।

সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়। নির্মাণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করেছেন। এ স্টেডিয়ামের সাধারণ ও ভিআইপি গ্যালারী মিলে দর্শক ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১২,৫০০ জন। এর ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কে উপস্থিত জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জানান যে, বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলায় ৪০ টি ক্রিকেট ক্লাব বিদ্যমান রয়েছে। খেলোয়াড়দের দিক বিবেচনায় ক্রিকেটের চাহিদা বেশী থাকলেও দর্শকদের মধ্যে ফুটবলের চাহিদা এখনো অতুলনীয়। তবে এ স্টেডিয়ামে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

নির্মিত এ স্টেডিয়ামের কতিপয় উল্লেখযোগ্য অংগের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

৯.৩.১ ভূমি উন্নয়ন ও খেলার মাঠ উন্নয়নঃ

অনুমোদিত আরডিপিপিতে ২৫৮১৩৫.০০ কিউবিক মিঃ ভূমি উন্নয়নের জন্য ২০৬.৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫৪৭৮৭.৫০ কিউবিক মিঃ এর জন্য খরচ হয়েছে ২০৩.৮৩ লক্ষ টাকা। খেলার মাঠ উন্নয়নের মধ্যে এ্যালুভিয়েল সয়েল দিয়ে মাটি ভরাট ও টার্ফি কাজ খাতে মোট ২৪.১৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৪.০২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তবে উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিমাণ কিছুটা কম হওয়ায় বরাদ্দের তুলনায় খরচ কম হয়েছে কিন্তু কাজ অসমাপ্ত নেই বলে উপস্থিত ক্রীড়া প্রকৌশলী জানান।

৯.৩.২ গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী ১২ ধাপের ১৪০০ ফুট গ্যালারী নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৭০০ ফুট গ্যালারী নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে ঐ জায়গায় মিডিয়া সেন্টার তৈরীর নিমিত্ত আরডিপিপিতে ৩০০ ফুট গ্যালারী নির্মাণের সংস্থান বাদ দেয়া হয়। কিন্তু মিডিয়া সেন্টার নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া হয়নি যার জন্য স্টেডিয়ামের ঐ অংশটুকুর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বর্তমানে টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সময় এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এ খাতে অনুমোদিত বরাদ্দের (২৯২.৫৪ লক্ষ টাকা) প্রায় সবটুকুই ব্যয় হয়েছে (২৯২.৫২ লক্ষ টাকা) মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯.৩.৩ প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণঃ

প্রকল্পে ৩তলা ভিতের ওপর ২ তলা প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ২৪৮.৭১ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত বরাদ্দের তুলনায় ১৩.০৯ লক্ষ টাকা কম। নির্মিত ভবনে মোট ৫টি অফিস রুম, ১টি কনফারেন্স রুম, ১টি জিমন্যাসিয়াম রুম, ২ টি ড্রেসিং রুম, ১ টি স্টোর রুম ও টয়লেটের সংস্থান রাখা হয়েছে। পরিদর্শনকালে অবকাঠামো কিছু কাজ পুন:নির্মাণ হতে দেখা গেল। এ বিষয়ে জানানো হয় যে, কার্যক্রম পরিচালনাকালে উদ্বুধ সমস্যা নিরসনকল্পে স্বল্প পরিসরে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব তহবিল ব্যয়ে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে বৃহৎ কোন অবকাঠামোগত নির্মাণ পরিবর্তন চোখে পড়েনি। এ খাতের মধ্যে আসবাবপত্র উপখাতে থোক বরাদ্দ বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা দিয়ে প্যাভিলিয়ন ভবনের ১টি অফিস কক্ষ ও সভা কক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

৯.৩.৪ কাঁটা তারের বেড়া বেষ্টিত সীমানা প্রাচীরঃ

নির্মিত স্টেডিয়ামের চারেদিকে ৮৩৪.০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে ৬৪.০৩ লক্ষ টাকা। এ সীমানা প্রাচীর ৩.৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কাঁটা তারের বেড়াবেষ্টিত। তবে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, স্টেডিয়ামের প্রায় ৬০০ ফুট জায়গা সীমানা প্রাচীর ছাড়া উচ্চতাসম্পন্ন শুধু কাঁটা তার দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি জানায়, ঐ অংশটুকু রেল বিভাগের জায়গা বিধায় সে অংশে সীমানা প্রাচীর দেয়া হয়নি। তবে এ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির (পদাধিকারবলে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক) মাধ্যমে জোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে যা প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমাধান করা প্রয়োজন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

৯.৩.৫ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

(ক) 'হবিগঞ্জ আধুনিক স্টেডিয়াম' হিসেবে স্টেডিয়ামটির নামকরণ করা হলেও প্রধান ফটকে কোন সাইনবোর্ড টাঙানো হয়নি, তবে গার্ডসেড তৈরী করা হয়েছে।

(খ) প্রধান ফটকের বাম ও বিপরীত পাশে এ এলাকার ময়লা আবর্জনা স্তুপীকৃত করা হয় যা স্টেডিয়ামের পরিবেশের জন্য অস্বাস্থ্যকর ও অশোভনপ্রদ। এছাড়া এ অংশটুকুতে জায়গা অধিগ্রহনের সমস্যা থাকার কারণে প্রাচীর দেয়া হয়নি। ফলে খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে খেলার সময় দর্শক নিয়ন্ত্রণ ও স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা হুমকীর মুখে পড়বে।

(গ) এতবড় স্টেডিয়ামে প্রবেশ ও বাহিরের জন্য শুধু একটা ফটক রাখা হয়েছে। ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিশেষ করে ফুটবল টুর্ণামেন্টের সময় দর্শক সমাগম বেশি হয় বিধায় স্টেডিয়ামে প্রবেশ ও বাহিরের জন্য কমপক্ষে দুইটা ফটক রাখা আবশ্যক বলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার উপস্থিত প্রতিনিধি জানান।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে ওয়াকওয়ে, সংযোগ সড়ক ও আভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ খাতের অনুমোদিত বরাদ্দের সম্পূর্ণটাই ব্যয় দেখানো হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় মোট ৫টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হলেও মহিলাদের জন্য আলাদা কোন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

(ঙ) স্টেডিয়ামে আগামী ১২ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য 'এম. পি. আবু জাহির আন্তঃজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট, ২০১৬' আয়োজন উপলক্ষে প্রাণ কোম্পানীর স্পন্সরসিপে কনসার্ট প্রোগ্রামের চলমান প্রস্তুতি পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। এতে করে মাঠে স্থাপনা নির্মাণের কারণে মাঠ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এর ব্যবহার উপযোগিতা হারায়। পরবর্তীতে এটাকে পুনরায় খেলাধুলার উপযোগি করতে সরকারি অর্থেরও ব্যয় হয়। তাই স্টেডিয়ামটি শুধুমাত্র খেলাধুলার লক্ষ্যে ব্যবহার করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে এখানে জাতীয় দিবস উদ্যাপন করা যেতে পারে।এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/উদ্যোগ নিবে।

(চ) স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলাধুলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই। বিদ্যমান জনবল দিয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এছাড়া প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর দেয়ালে ফাটল পরিলক্ষিত হয়।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, রাজশাহী, নাটোর, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা সদরে খেলাধুলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রীড়া সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে।	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, রাজশাহী, নাটোর, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা /বিভাগীয় জেলা সদরে খেলাধুলার মানোন্নয়নের ক্রীড়ার অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে স্টেডিয়াম/জিমন্যসিয়াম/অফিস কাম হোস্টেল /সুইমিংপুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

১১.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃপ্রযোজ্য নয়।

১২.০ সমস্যাঃ

১২.১ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সঃ

১২.১.১ মাঠের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অনেক বছরের পুরানো ১টি অবকাঠামো ও কিছু গাছপালা বিদ্যমান রয়েছে যা মাঠের প্রকৃত আয়তনকে অনেক ছোট করে দিয়েছে। এছাড়া মাঠের এক অংশের লম্বা ঘাস দেখে প্রতীয়মান হয় যে, মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা হয়না এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়না (অনু ৯.১.২)।

১২.১.২ নবনির্মিত হোস্টেল কাম অফিস ভবনের বাইরের অংশে বড় ধরনের ২ টি ফাটল পরিলক্ষিত হয়।

১২.১.৩ কমপ্লেক্সের পাশের বাইপাস সড়ক উঁচু করায় নিরাপত্তা দিক বিবেচনায় হোস্টেল সংলগ্ন সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা মেয়েদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.১.৪ হোস্টেল কাম অফিস ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্র বরাদ্দ রাখা হয়নি । এছাড়া চাহিদাও কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে হোস্টেল পুরোপুরি সচল রাখা সম্ভব হচ্ছেনা।

১২.১.৫ এত বড় আকারের সুইমিং পুলের চাহিদা ও ব্যবহার উপযোগিতা কম বলে প্রতীয়মান হয়। এর চাহিদা ও ব্যবহার বাড়াতে না পারলে পুলের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করা অনেক দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ফলে এর খরচ অনেক বেশি পড়ে।

১২.১.৬ সুইমিং পুলে সরবরাহের জন্য উত্তোলিত পানিতে আয়রণ উঠে আসে। ফলে উত্তোলিত পানি পুলে বেশিদিন ধরে রাখা যায়না। প্রতিবার পানি পাল্টানোর ক্ষেত্রে আর্থিক সংশ্লেষ থাকে।

১২.১.৭ পুলের কয়েক জায়গার টাইলস ভাংগা পরিলক্ষিত হয়। এতে ভবিষ্যতে পুলের পানি লিক করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.১.৮ পুলের প্যাভিলিয়ন ভবনের নিচতলায় ফিলট্রেশন প্লান্টসহ কার পার্কিং ছাড়া পুরো জায়গাই খালি রাখা হয়েছে। এটাকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে ব্যবহার উপযোগী করা যায়নি। এছাড়া নীচতলার কিছু অংশে পানি জমে ভিজে স্যাঁতস্যাতে হয়ে গেছে এবং লাগানো প্লাস্টার ঝরে পড়ছে। আবার দেয়ালের দু'এক জায়গায় ফাটলও দেখা দিয়েছে।

১২.২ নাটোর স্টেডিয়ামঃ

১২.২.১ স্টেডিয়ামের গ্যালারীর একটা অংশের সংস্কার কাজ যথাযথ হয়নি বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১২.২.২ প্যাভিলিয়ন ভবনের ভি.আই.পি বক্সে জানালায় যে গম্লাস সরবরাহ করা হয়েছে তার পুরম্নত্ব কম থাকায় গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম অনুভুত হয় এবং বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার সময় বলের আঘাতে তা ভেংগে যায়।

১২.২.৩ প্রকল্পের আওতায় প্যাভিলিয়ন ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্রের সংস্থান না থাকায় তা খালি রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়।

১২.২.৪ প্যাভিলিয়ন ভবনের নিচতলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা হয়েছে যা ত্রুটিপূর্ণ। দোতলায় হলে ভাল হত যাতে করে খেলোয়াড়রা মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নিতে পারে।

১২.২.৫ পরিদর্শনকালে জানালার গ্লাসের ফ্রেম বেঁকে যাওয়াসহ ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে ফলস সিলিং এর একপাশ ভিজে স্যাঁতস্যাতে হওয়া পরিলক্ষিত হয়।

১২.৩ হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামঃ

১২.৩.১ স্টেডিয়ামে মিডিয়া সেন্টার নির্মাণের নিমিত্ত ৩০০ ফুট গ্যালারী নির্মাণের সংস্থান বাদ দেয়া হয়। কিন্তু আরডিপিপিতে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া হয়নি যার জন্য স্টেডিয়ামের ঐ অংশটুকুর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সময় এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়।

১২.৩.২ জায়গা অধিগ্রহনের সমস্যা থাকার কারণে স্টেডিয়ামের প্রায় ৬০০ ফুট জায়গা সীমানা প্রাচীর ছাড়া নির্দ্দিষ্ট উচ্চতাসম্পন্ন শুধু কাঁটা তার দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে। ফলে খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে খেলার সময় দর্শক নিয়ন্ত্রণ ও স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা হুমকীর মুখে পড়বে।

১২.৩.৩ 'হবিগঞ্জ আধুনিক স্টেডিয়াম' হিসেবে স্টেডিয়ামটির নামকরণ করা হলেও প্রধান ফটকে কোন সাইনবোর্ড টাঙানো হয়নি।

১২.৩.৪ প্রধান ফটকের বাম ও বিপরীত পাশে এ এলাকার ময়লা আবর্জনা স্তুপীকৃত করা হয় যা স্টেডিয়ামের পরিবেশের জন্য অস্বাস্থ্যকর ও অশোভনপ্রদ।

১২.৩.৫ এতবড় স্টেডিয়ামে প্রবেশ ও বাহিরের জন্য শুধু একটা ফটক রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ফুটবল টুর্ণামেন্টের সময় দর্শক সমাগম বেশি হয় বিধায় ১ টা ফটক দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়না।

১২.৩.৬ প্রকল্পের আওতায় মোট ৫টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হলেও মহিলাদের জন্য আলাদা কোন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

১২.৩.৭ পরিদর্শনকালে প্রাণ কোম্পানীর স্পন্সরসিপে কনসার্ট প্রোগ্রামের চলমান প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এতে করে মাঠে স্থাপনা নির্মাণের কারণে মাঠ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এর ব্যবহার উপযোগিতা হারায়। পরবর্তীতে এটাকে পুনরায় খেলাধুলার উপযোগি করতে সরকারি অর্থের ব্যয় হয়।

১২.৩.৮ প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর দেয়ালের কয়েক জায়গায় ফাটল পরিলক্ষিত হয়।

১২.৩.৯ স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলাধুলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই।বিদ্যমান জনবল দিয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১৩.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৩.১ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সঃ

১৩.১.১ মাঠের প্রকৃত আয়তন ঠিক রাখার লক্ষ্যে মাঠের মধ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো ও গাছপালা অপসারণ করে এবং মাঠের লম্বা ঘাস কেটে ও মাটি ভরাট সমান করে খেলাধুলার উপযোগি করতে হবে এবং পরবর্তীতে মাঠে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করার উদ্যোগ নিতে হবে (অনু ১২.১.১)।

১৩.১.২ মেয়েদের নিরাপত্তা দিক বিবেচনায় কম **প্লে**ক্সের সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি/কাঁটা তার বেষ্টিত করে ঝুঁকিমূক্ত করতে হবে (অনু ১২.১.৩)।

১৩.১.৩ ভবিষ্যতে পুলের পানি যাতে লিক না করে সেজন্য সুইমিংপুলের কয়েক জায়গার পরিলক্ষিত ভাংগা টাইলস যথাশীঘ্রই মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে (অনু ১২.১.৭)।

১৩.১.৪ পুলের প্যাভিলিয়ন ভবনের নীচতলার স্যাঁতস্যাতে হয়ে যাওয়া এবং ঝরে পড়া প্লাস্টারের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি পুলের প্যাভিলিয়ন ভবনের দেয়ালে এবং হোষ্টেল কাম অফিস ভবনের দৃশ্যমান ফাটলেরও প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে (অনু ১২.১.২ ও ১২.১.৮)।

১৩.২ নাটোর স্টেডিয়ামঃ

১৩.২.১ স্টেডিয়ামের গ্যালারীর যে অংশের সংস্কার কাজ যথাযথ হয়নি বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে সে অংশ সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে (অনু ১২.২.১)।

১৩.২.২ নীচতলার ড্রেসিং রুমের জানালার গম্লাসের বেঁকে যাওয়া ফ্রেম এবং ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে ফলস সিলিং এর একপাশ ভিজে স্যাঁতস্যাতে হওয়া অংশ দ্রত সংস্কার করতে হবে (অনু ১২.২.৫)।

১৩.২.৩ নাটোর স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ভবনের ভি.আই.পি বক্সের জানালায় সরবরাহকৃত গম্লাসের পুরম্নত্ব তুলনামূলক ভারী হতে হবে যাতে করে ক্রিকেট খেলার সময় বলের আঘাতে তা সহজে ভেংগে না যায় এবং গ্রীষ্মকালে কম গরম অনুভুত হয় (অনু ১২.২.২)।

১২.২.৪ খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নেয়ার নিমিত্ত প্যাভিলিয়ন ভবনের দোতলায় ড্রেসিং রম্নমের সংস্থান রাখা যায় কিনা সে বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে (অনু ১২.২.৪)।

১৩.৩ হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামঃ

১৩.৩.১ হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামটির প্রধান ফটকে নামকরণসম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙাতে হবে (অনু ১২.৩.৩)।

১৩.৩.২ স্টেডিয়ামের পরিবেশ সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রধান ফটকের বাম ও বিপরীত পাশে এ এলাকার স্তুপীকৃত ময়লা আবর্জনা দ্রুত অপসারণের উদ্যোগ নিতে হবে (অনু ১২.৩.৪)।

১৩.৩.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাবলিক টয়লেটের মধ্যে মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে ব্যবস্থা রাখতে হবে (অনু ১২.৩.৬)।

১৩.৩.৪ স্টেডিয়ামকে খেলাধুলার উপযোগি রাখতে এবং সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় করার লক্ষ্যে এখানে কনসার্ট প্রোগ্রাম না করার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে (অনু ১২.৩.৭)।

১৩.৩.৫ এ স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর দেয়ালের কয়েক জায়গায় পরি লক্ষিত ফাটল যথাশীঘ্র মেরামত করতে হবে (অনু ১২.৩.৮)।

১৩.৩.৬ বিদ্যমান জনবল দিয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন কষ্টসাধ্য বিধায় স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলাধুলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে আউটসোসিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে (অনু ১২.৩.৯)।

১৩.৪ অন্যান্যঃ

১৩.৪.১ ভবিষ্যতে পরিকল্পনা প্রনয়নের সময় বাসত্মবায়িতব্য অংগের চাহিদা ও ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ভাল করে যাচাই বাছাই করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে ডিপিপিতে প্র স্তাব করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য প্রকল্পের নিম্নের সমস্যাবলী উদাহরণ হতে পারে। ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ক) চাহিদা কম বিধায় রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের হোষ্টেল পুরোপুরি সচল রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। এছাড়া হোষ্টেল কাম অফিস ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্র বরাদ্দ রাখা হয়নি (অনু ১২.১.৪)। পাশাপাশি নাটোর স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্রের সংস্থান রাখা হয়নি (১২.২.৩)।

(খ) সুইমিংপুলের চাহিদা ও ব্যবহার উপযোগিতা বিবেচনায় নিয়ে এর আকার ও সুবিধাদি নির্ধারণ করা আবশ্যক। কেননা এর সাথে পুলের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সং শ্লেষ থাকে (অনু ১২.১.৫)।

(গ) সুইমিংপুলে সরবরাহের জন্য উত্তোলিত পানিতে আয়রণ উঠে আসে। কিন্তু প্রকল্পে এর প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে উত্তোলিত পানি পুলে বেশিদিন ধরে রাখা যায়না এবং প্রতিবার পানি পাল্টানোর ক্ষেত্রে আর্থিক সংশ্লেষ থাকে (অনু ১২.১.৬)।

(ঘ) জায়গা অধিগ্রহনের সমস্যা থাকার কারণে স্টেডিয়ামের প্রায় ৬০০ ফুট জায়গা সীমানা প্রাচীর ছাড়া নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা সম্পন্ন শুধু কাঁটা তার দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে খেলার সময় দর্শক নিয়ন্ত্রণ ও স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হবে (অনু ১২.৩.২)।

(ঙ) ক্রীড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে স্টেডিয়ামে প্রবেশ ও বাহিরের জন্য কমপক্ষে দুইটা ফটক রাখা আবশ্যক (অনু ১২.৩.৫)।

১৩.৪.২ ভবিষ্যতে স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে জায়গার সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত যথাযথভাবে পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে যাতে করে টেকসই উন্নয়ন হয় (অনু ১২.১.৮)।

১৩.৪.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্বুধ সমস্যাবলী থেকে আবশ্যকীয়ভাবে উত্তরণের জন্য প্রকল সংশোধনের সংস্থান রয়েছে। এক্ষেত্রে হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামে মিডিয়া সেন্টার নির্মাণের নিমিত্ত ৩০০ ফুট গ্যালারী নির্মাণের সংস্থান বাদ দেয়া হয়। কিন্তু আরডিপিপিতে নতুন করে প্রসঙ্গাব না দেয়ায় স্টেডিয়ামের ঐ অংশটুকুর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে (অনু ১২.৩.১)।

১৩.৪.৪ দেশের সব জায়গায় নির্মিত স্টেডিয়াম শুধুমাত্র খেলাধুলার লক্ষ্যে ব্যবহার করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বড় পরিসরে এখানে জাতীয় দিবসও উদ্‌যাপন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/উদ্যোগ নিবে (অনু ১২.৩.৭)

“সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও হেলথ কেয়ার স্থাপন(সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৫)

১. প্রকল্পের নাম ঃ ‘সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও হেলথ কেয়ার স্থাপন (সংশোধিত)’ ।

২. উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/বিভাগ ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
এবং
খ) স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর আন্ডার প্রিভিলেজড ওম্যান (এসডিইউডাব্লিউ)

৪. প্রকল্পের অবস্থান ঃ কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলা।

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার অবদান	১ম সংশোধিত জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার অবদান	জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার অবদান	মূল	১ম সংশোধিত			
১১০৯.৭৬ ৮৮৭.৪০ ২২২.৩৬	১২১৯.৭৬ ৯৭৫.৪০ ২৪৪.৩৬	১২১৯.৭৬ ৯৭৫.৪০ ২৪৪.৩৬	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন,২০১৬	-	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন,২০১৫	১১০.০০ (৯.৯২%)	-

৬. **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৬.১ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

- বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুবকদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
- গরীব ও অসহায় যুবকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং
- ৩০% গরীব যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

৬.২ <u>প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ</u>

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলা হাওড় বেষ্টিত একটি পশ্চাৎপদ এলাকা। সম্পদ ও কর্মসংস্থানের অভাবে এ অঞ্চলের দরিদ্র ও অদক্ষ যুবদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্থ। বেকারত্ব এর অন্যতম কারণ। অত্র এলাকার যুবদের কারিগরি জ্ঞান ও চাকুরিতে প্রবেশের যোগ্যতার অভাবে বেকার যুবরা আত্মকর্মী বা উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত হতে পারছে না। প্রকল্প এলাকার আশেপাশে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় অত্র এলাকার যুবদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আত্মকর্মী বা উৎপাদনমুখী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছেনা। এর ফলে এ অঞ্চলের জনগণ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। দারিদ্রতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছেনা। এ প্রেক্ষাপটে অত্র অঞ্চলের বেকার যুবদের বিশেষ করে দ রিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবদের কারিগরি ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থা - স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর আন্ডার প্রিভিলেজড ওম্যান (এসডিইউডাব্লিউ) কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত।

৬.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

প্রকল্পটি 'বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ -সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা'এর আলোকে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নের ৮০ : ২০ অনুপাতে ১১০৯.৭৬ লক্ষ (জিওবি ৮৮৭.৪০ লক্ষ এবং প্রত্যাশী সংস্থা ২২২.৩৬ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই , ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৪/০৮/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি ১২১৯.৭৬ লক্ষ (জিওবি ৯৭৫.৪০ এবং প্রত্যাশী সংস্থার অবদান ২৪৪.৩৬ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২/০৭/২০১৪ তারিখে উদ্যোগী মন্ত্রনালয় কর্তৃক সংশোধন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি অনুমোদিত মেয়াদের এক বছর পূর্বেই অর্থ্যাৎ জুন,২০১৫ তে সমাপ্ত করা হয়।

৬.৪ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ**

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হল ঃ (ক) ভূমি ক্রয়; (খ) প্রশিক্ষণ কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ; (গ) হোষ্টেল ভবন নির্মাণ; (ঘ) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ; এবং (ঙ) প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ; ইত্যাদি।

নিম্নে ছকে প্রধান প্রধান অংগের বিপরীতে জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার ব্যয় প্রাক্কলন প্রদর্শিত হল।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান অংগের বিবরন	পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়
			জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	
১.	ভূমি ক্রয়	৩৩০ ডেসিমল	-	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০
২.	পূর্ত কাজঃ ১. প্রশিক্ষণ এবং হোষ্টেল নির্মাণ (ক) একাডেমিক ভবন (চার তলা ভিতের ওপর তিন তলা ভবন) (খ) প্রশিক্ষনার্থী হোষ্টেল (তিন তলা ভিতের ওপর দ্বিতল ভবন) ২. বালু ভর্তি এবং ৩.সীমানা প্রাচীর ও গেট	১. ২০,০০০ বর্গফুট ক. ১২,০০০ বঃফুঃ খ. ৮,০০০ বঃফুঃ ২. ৮৪৩২.৪২কিউবিক মিঃ ৩. ১৩৭০.৬৬ রানিং মিঃ	৭৮০.৫০	২২.০০	৮০২.৫০	৮০২.৫০
৩.	মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	৬৩ টি	১৫০.০০	২২.৫০	১৭২.৫০	১৭২.৫০

৬.৫ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	দায়িত্বকালের মেয়াদ
১)	জনাব জোবায়দা বেগম , উপ প্রধান	অতিরিক্ত দায়িত্বে	২১.০৮.২০১৩-০১.০১.২০১৪
২)	জনাব মোশাররফ হোসেন মোল্লা, উপ-সচিব	অতিরিক্ত দায়িত্বে	০২.০১.২০১৪-০৫.০৫.২০১৪
৩)	জনাব জোবায়দা বেগম , উপ প্রধান	অতিরিক্ত দায়িত্বে	০৬.০৫.২০১৪ – প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ পর্যন্ত

৬.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১৯.৭৬ লক্ষ টাকা যার সম্পূর্ণটাই (১০০%) ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তব কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

৬.৭ বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ এবং এর বিপরীতে ব্যয়ের হিসাব ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আরএডিপি বরাদ্দ			অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা*		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা*	বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৩-১৪	৬১১.৭৬	৪৩৫.৪০	১৭৬.৩৬	৬১১.৭৬	৬১১.৭৬	৪৩৫.৪০	১৭৬.৩৬	৫১.১৩%
২০১৪-১৫	৬০৮.০০	৫৪০.০০	৬৮.০০	৬০৮.০০	৬০৮.০০	৫৪০.০০	৬৮.০০	৪৯.৮৩%
মোট =	১২১৯.৭৬	৯৭৫.৪০	**২৪৪.৩৬**	**১২১৯.৭৬**	৯৭৫.৪০	**২৪৪.৩৬**	**১২১৯.৭৬**	**১০০%**

* প্রত্যাশী সংস্থার বছরভিত্তিক নিজস্ব আর্থিক অবদানের অর্থ অবমুক্তির প্রয়োজন হয়না। তবে অর্থ অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব সংস্থা প্রধান এর সীল স্বাক্ষরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ে দাখিল করার কথা বিদ্যমান নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে (নীতিমালার ক্রঃ নং ১.৩) ।

৭. প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ণ(পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

Items of work (As per RDPP)	As per approved RDPP				Actual Progress			
	Physical/ Quantity	Financial Target			Physical	Financial		
		GOB	Agency	Total		GOB	Agency	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. REVENUE:								
1. Pay of Establishment	07 Persons	-	63.00	63.00	07 Persons	-	63.00	63.00
2. Supply & services	LS	5.00	5.00	10.00	LS	5.00	5.00	10.00
Sub total:		5.00	68.00	73.00		5.00	68.00	73.00
B. CAPITAL:								
1. Equipment	63	172.50	-	172.50	63	172.50	-	172.50
2. Land	330 dec	-	150.00	150.00	330 dec	-	150.00	150.00
3. Construction (Building, Sand filling, Boundary Wall and Gates)	20000 sft 456 cum 1370.66 RM	780.50	22.00	802.50	20000 sft 456 cum 1370.66	780.00	22.00	802.50
Sub total:		953.00	172.00	1125.00	-	953.00	172.00	1125.00
C. Physical Contingency	1%	8.70	2.18	10.88	-	8.70	2.18	10.88
D. Price Contingency	1%	8.70	2.18	10.88	-	8.70	2.18	10.88
Total		**975.40**	**244.36**	**1219.76**	**-**	**975.40**	**244.36**	**1219.76**

৮. কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনের সময় পরিলক্ষিত হয় , সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রয়েছে এবং কোন গেট নির্মিত হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় হেলথ কেয়ার কার্যক্রম পুরোপুরি চালু করা হয়নি।

৯. পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ঃ

৯.১ সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম প র্যালোচনার জন্য এ বিভা গের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক কর্তৃক গত ২৮.০৮.২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকা (চন্দপুর ইউনিয়ন, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে এ প্রকল্পের প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের উপ -প্রধান উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে আইএমই ডি'র মহাপরিচালক (শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর) গত ২০/১০/২০১৬ তারিখে কটিয়াদি উপজেলার চলমান ০১ টি প্রকল্পসহ সমাপ্ত এ প্রকল্পের কার্যক্রম দেখার জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উক্ত সফরে এ সেক্টরের সহকারী পরিচালক , যুব ও

ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের উপ -প্রধান, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ -পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাশী সংস্থার কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

৯.২ প্রকল্পটি মানিকখালি রেলওয়ে স্টেশন হতে প্রায় ৩ কি.মি. এবং কটিয়াদি বাস স্ট্যান্ড হতে প্রায় ৫ কি.মি দূরত্বে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প এলাকার আশেপাশের স্বল্প দূরত্বে কোন জনবসতি পরিলক্ষিত হয়নি। একপাশে সদ্য নির্মিত চন্দপুর-বাট্টা হাওর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, কটিয়াদি বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকার চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হাওর-বাওড় রয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য সেবা) পরিচালনার জন্য যথেষ্ট উপযোগী নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

৯.৩ প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

৯.৩.১ <u>পূর্ত নির্মাণঃ</u>

(ক) প্রশিক্ষণ কাম একাডেমি ভবন নির্মাণঃ

প্রতি ফ্লোরে ৪,০০০ বর্গফুট করে মোট ১২,০০০ বর্গফুট আয়তনের ৪ তলা ভিতের ওপর ৩ তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কাম একাডেমি ভবন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে এবং তদানুযায়ী ভবনটি নির্মিত হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ৪টি ট্রেডে (১.কম্পিউটার বেসিকস ; ২.টেইলরিং এন্ড এমব্রয়ডারি ; ৩.মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং; এবং ৪. ইলেকট্রনিক্স) প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। সে অনুযায়ী সব ট্রেডের প্রশিক্ষণের জন্য এ ভবনে কক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া ভবনের নিচতলায় হেলথ কেয়ার সেন্টার হিসেবে একটি কক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে এ ভবনের কয়েকটি কক্ষ ব্যবহার হচ্ছে না মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে জানানো হয় যে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরি আরম্ভ করা গেলে সবগুলো কক্ষ ব্যবহার করা হবে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত তিনতলাবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কাম একাডেমি ভবন এবং দ্বিতল আবাসিক ভবন।

(খ) হোষ্টেল ভবনঃ

মোট ৮,০০০ বর্গফুট আয়তনের (প্রতি ফ্লোরে ৪,০০০ বর্গফুট করে) ৩ তলা ভিতের ওপর ২ তলা বিশিষ্ট হোষ্টেল ভবন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে এবং ভবনটি প্রশিক্ষণ কাম একাডেমিক ভবনের পিছন দিকে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনের সময় হোষ্টেল ভব নটি আসবাবপত্রহীন অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে চলমান ট্রেডের প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে কেউ হোস্টেলে অবস্থান করছেনা এবং অবস্থান করার জন্য আবাসিক ভবনের যে সেট -আপ (আসবাবপত্র, বেড বেডিং, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি) প্রয়োজন সেগুলোও পরিলক্ষি ত হয়নি। এছাড়া হোষ্টেল ভবনের দুইদিকে যে সীমানা প্রাচীর রয়েছে তা নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয় মর্মে মনে হয়েছে।

(গ) সাইট উন্নয়ন ও ইন্টার রোড, বালু ভর্তি এবং সীমানা প্রাচীরঃ

- সাইট উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ রাস্তাঃ

প্রশাসনিক ভবন ও হোষ্টে ল ভবন নির্মাণের ব্যয় বিভাজনে পিডাব্লিউডি 'র রেট সিডিউল অনুযায়ী সাইট উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ খাতে থোক হিসেবে যথাক্রমে ১৩.০০ লক্ষ ও ৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে (আরডিপিপি পৃঃ ৪৪ ও ৪৬)। কিন্তু প্রশাসনিক ভবন ও হোষ্টেল ভবনের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মিত হয়নি। তবে রাস্তা নির্মানের জন্য সাইট উন্নয়ন করা হয়েছে।

- বালু ভরাটঃ

উক্ত ভবন দুটির ব্যয় বিভাজনে পিডাব্লিউডি 'র রেট সিডিউল অনুযায়ী বালু ভরাট খাতে অতিরিক্ত খরচ হিসেবে ৩.০০ লক্ষ টাকা করে মোট ৬.০০ লক্ষ টাকার থোক বরাদ্দের সংস্থান রয়েছে (আরডিপিপি পৃঃ ৪৩ ও ৪৫) । কিন্তু আরডিপিপিতে পণ্য ও পূর্ত কাজের বাজার দর যাচাই কমিটি অতিরিক্ত পূর্ত কাজ হিসেবে ৭৯৭৬.৪২ কিউবিক মিটার বালু ভরাট খাতে এলজিইডি 'র রেট সিডিউল অনুসরণ করে আরও অতিরিক্ত ৫২.৫০ লক্ষ((৭৯৭৬.৪২ কিউঃমিঃ@৬৫৮.১৯/-) টাকার সংস্থান রেখেছে। এ কমিটি কর্তৃক পূর্ত কাজের পরিমাণ নির্ধারণ ও ভিন্ন রেট সিডিউল অনুসরণের কারণ বোধগম্য নয়।

- সীমানা প্রাচীর ও গেটঃ

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রশাসনিক ভবন ও হোষ্টেল ভবন নির্মাণের ব্যয় বিভাজনে সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ খাতে থোক হিসেবে যথাক্রমে ৩৫.০১ লক্ষ ও ৩৩.৬৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু ডিপিপি সংশোধনের সময় এ দুটি খাতে আরও অতিরিক্ত মোট ৩৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এ অতিরিক্ত নির্মাণ কাজ বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধির রেট একই নীতিমালার

চিত্রঃ নির্মিত/নির্মানাধীন ও নির্মিতব্য সীমানা প্রাচীরের একাংশ।

আলোকে একই মেয়াদকালে বাস্তবায়িত Establishment of Training and Employment Generation Centre for the Vulnerable Youth and Adolescent's" শীর্ষক প্রকল্পের রেট অনুসরন করা হয়েছে। কিন্তু সে স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং সীমানা প্রাচীরের উল্লেখিত পরিমাণ সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। এছাড়া প্রশিক্ষন কাম হেলথ কেয়ার সেন্টারের প্রবেশদ্বারে স্ট্যান্ড দ্বারা ১ টি সাইনবোর্ড ঝুলানো রয়েছে। গেট ২ টি নির্মাণের সংস্থান থাকলেও কোন গেট নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু ছাড়কৃত অর্থ সব ব্যয় করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এ খাতের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পিসিআরের কোথাও উল্লেখ নেই।

৯.৩.২ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ৪ টি ট্রেডে (১.কম্পিউটার বেসিকস; ২.টেইলরিং এন্ড এমব্রয়ডারি; ৩.মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং; এবং ৪.ইলেকট্রনিক্স) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উল্লেখ রয়েছে। বিষয়োক্ত সব ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জুলাই, ২০১৬ হতে আরম্ভ হয়েছে এবং ট্রেড অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে সমাপ্তির কথা। নিম্নে প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বর্ননা পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত হল।

ক. কম্পিউটার বেসিকসঃ

এ ট্রেডটি পরিদর্শনের সময় চলমান দেখা গেল। ৬ মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষণে প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে ২ শিফটে মোট ৪০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এ ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্য ১টি করে কম্পিউটার রয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন ফি হিসেবে ২০০০/- টাকা করে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫ জনকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে ২ জন (রিদুয়ান ও সুরমা) কে বিনামূল্যে সেবা গ্রহনকারি হিসেবে পাওয়া গেল। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০২ জন ইন্সট্রাক্টর রয়েছেন (প্রতিজনে সপ্তাহে ৩দিন করে ক্লাস নেয়)। এ ট্রেডটি অনুমোদিত ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত হচ্ছে। অনুমোদিত আরডিপিপিতে ৩০ টি কম্পিউটার (মনিটর, সিপিইউ, প্রিন্টার, ইউপিএস, কিবোর্ড, মাউস, টেবিল) সেট (সেটের প্রতিটি যন্ত্রপাতি/ আসবাবপত্র বাজার দর যাচাই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী দর বৃদ্ধিপূর্বক) প্রতি সেট ৬৯ হাজার টাকা মূল্যমানে মোট ২০.৭০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনকালে ২০ টি কম্পিউটার (প্রিন্টার বাদে) সেট ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

খ. মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং:

০৩ মাস মেয়াদী এ ট্রেডে ২০জন প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে ১১ জনকে উপস্থিত হতে দেখা যায়। মোট ৩.৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের যন্ত্রপাতি (০৩ সেট কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ-১.৭২ লক্ষ, রিটেইল পার্টস অব মোবাইল-৯২ হাজার ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ চলাকালে শুধুমাত্র কিছু পার্টসের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রশিক্ষণ ট্রেডের সবগুলো যন্ত্রপাতি পরিদর্শনের সময় পরিলক্ষিত হয়নি।

চিত্রঃ কম্পিউটার বেসিকস ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ট্রেডের যন্ত্রপাতিসহ প্রশিক্ষনার্থী এবং ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের যন্ত্রপাতির একাংশ।

পরিদর্শনের সময় ২য় ব্যাচের উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে আলাপকালে জানা গেল, তারা সবাই ১৫০০/- টাকা নির্ধারিত রেজিষ্ট্রেশন ফি জমা দিয়েই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

গ. ইলেকট্রনিক্সঃ

অনুমোদিত ইলেকট্রনিক্স ট্রেডটি অদ্যাবধি চালু করা হয়নি। এ ট্রেডে মোট ১৪.৭৪ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। তবে পরিদর্শনের সময় কিছু যন্ত্রপাতিসহ কক্ষটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ ট্রেড চালু না হওয়া সম্পর্কে জানানো হয় যে, এ ট্রেডটি চালু না করা বা নতুন ট্রেড প্রবর্তনের বিষয়ে নতুন কোন দিক নির্দেশনা নেই। তবে শীঘ্রই এ ট্রেড চালুর বিষয়ে প্রচারনা করা হবে মর্মে জানানো হয়।

ঘ. টেইলরিং এন্ড এমব্রয়ডারিঃ

এ ট্রেডকে ভেঙ্গে ২ টি ট্রেড যথাঃ সেলাই এবং টেইলরিং করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় ২ টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান পরিলক্ষিত হয়। সেলাই প্রশিক্ষণ ও টেইলরিং প্রশিক্ষনে উপস্থিতির সংখ্যা সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়। টেইলরিং ও এমব্রয়ডারি ট্রেডের আওতায় ২১ টি এমব্রয়ডারি মেশিন (প্রতিটি ৩৫ হাজার করে), ২১ টি প্লেন/জুকি মেশিন (প্রতিটি ২৫ হাজার করে) এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ খাতে মোট ১৪.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

- টেইলরিং:

বিজিএমইএ এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর ও কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে গার্মেন্টে চাকরি দেয়া হবে মর্মে জানা যায়। ২ মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষনে ২য় ব্যাচ হিসেবে বর্তমানে ৩০ জনের (০১ জন পুরুষ বাদে বাকি সব মহিলা) প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং এর চাহিদাও অনেক বেশি। ইতিমধ্যে ৩০ জনের ১ম

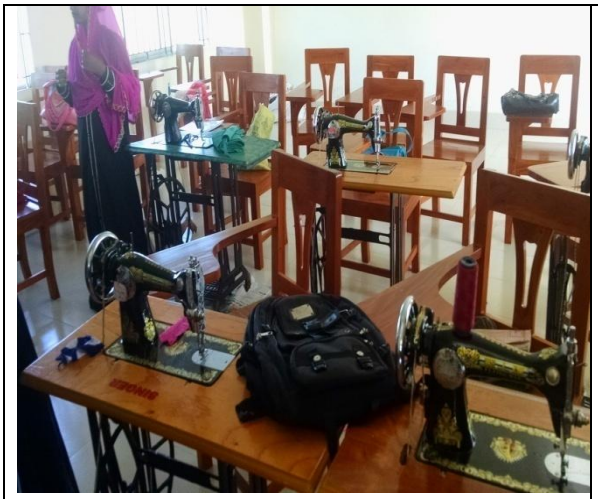

চিত্রঃ সেলাই এবং টেইলরিং ট্রেডের যন্ত্রপাতিসহ প্রশিক্ষনার্থীর একাংশ।

ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং এদের মধ্যে ১০ জনের চাকরি হয়ে গেছে এবং বাকিদের তালিকা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নেয়া হবে মর্মে বিজিএমইএ এর সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক জানান। এ ট্রেডে ৩৫ টি যন্ত্রপাতি রয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে জানানো হয় যে, ডিপিপি অনুযায়ী এ ট্রেডের সব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বাকিগুলো বিজিএমইএ সরবরাহ করেছে। তবে এদের থেকে ২০০০/- করে সার্ভিস চার্জ নেয়া হয় বলে জানা যায়।

- সেলাইঃ

২ মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষনে ২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরিদর্শনকালে ১৫ জনকে উপস্থিত দেখা যায়। ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়ে গেছে। পরিদর্শনের সময় সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যায়নি (২১ টির মধ্যে ০৯টি পাওয়া গেছে)। ফি হিসেবে সবার কাছ থেকে ১৫০০/- টাকা করে নেয়া হয়েছে।

৯.২.৩ হেলথ কেয়ার কার্যক্রমঃ

এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গরীব ও অসহায় যুবদের স্বা স্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং সেবা গ্রহনকারিদের মধ্যে ৩০% যুবকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা। এ লক্ষ্যে হেলথ কেয়ার সেন্টারের একটা সেট -আপও থাকা আবশ্যক। এ

কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ২.০৪ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু পরিদর্শনের সময় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি পরিলক্ষিত হয়নি এবং কার্যক্রমও পুরোপুরি আরম্ভ করা যায়নি। তবে হেলথ কেয়ার কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ কাম একাডেমিক ভবনের ১ টি কক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৯.৩.৪ **অন্যান্য যন্ত্রপাতিঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৬৩.২৫ লক্ষ টাকার ২০০ কেভিএ জেনারেটর, ৩৪.৫০ লক্ষ টাকার ০১ টি সাব স্টেশন এবং ২৩.০০ লক্ষ টাকার ০১ টি ওয়াটার পাম্প স্থাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে। মোট ১০৫.০০ লক্ষ টাকার এ সবগুলো যন্ত্রপাতি/স্থাপনার দাম বাজার দর যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে আরও ১৫.৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে জানা যায়, এগুলো সব সংগ্রহ/স্থাপন করা হয়েছে।

১০. আইএমইডি'র অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

ক. নীতিমালা অনুসরণ বিষয়কঃ

১. বিনামূল্যে ৩০% সেবা নিশ্চিতকরণঃ

সরকারি সহায়তায় সৃষ্ট সুবিধাদির অন্ততঃ ৩০% ভাগ বিনামূল্যে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং দুর্দশাগ্রস্তদেরকে প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বিদ্যমান নীতিমালা (নং-১.৪) এবং মন্ত্রনালয়ের সাথে গঠিত ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত Deed of Agreement (নং-৫) এ উল্লেখ থাকলেও প্রশিক্ষন কেন্দ্রে প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, এটা যথাযথভাবে (মোট প্রশিক্ষনার্থীর ৩০%) অনুসরণ করা হচ্ছেনা।

২. ট্রাষ্টি বোর্ড গঠনঃ

বর্তমানে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। গত ২১.০৪.২০১৬ তারিখে গঠিত ট্রাষ্টি বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ০১ জনকে কো অপ্ট করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত বোর্ড সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটি যেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার (SDUW) যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত তাই এ ট্রাষ্টি বোর্ডের বিদ্যমান সদস্যগণ প্রত্যাশী সংস্থা /অধিদপ্তরের সাথে কে কি হিসেবে জড়িত তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এছাড়া মন্ত্রনালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত Deed of Agreement এ SDUW কে ফার্স্ট পার্টি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এ পক্ষে স্বাক্ষরকারি ব্যক্তির নাম ও পদবি উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এনজিও 'র সাথে সম্পৃক্ততা বোঝা যাচ্ছেনা। নীতিমালার ১.২০নং অনুচ্ছেদ (সম্পূর্ণ সরকারি অনুদানে র অর্থে ক্রয়কৃত সম্পদ , নির্মিত ভবন /অবকাঠামো) যথাযথভাবে চুক্তিতে (শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ রয়েছে) প্রতিফলিত হয়নি। ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন বা সদস্য নির্বাচনের বিষয়টি স্পষ্ট নয় , যা বিস্তারিতভাবে স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ম নিটরিং এর বিষয়ে ট্রাষ্টি বোর্ডের ভূমিকা বেশ শিথিল বলে মনে হয়েছে।

৩. নিরীক্ষা ব্যবস্থাঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়াদি সরকারের অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী বাৎসরিক ভিত্তিতে নিরীক্ষার ব্যবস্থা করার কথা নীতিমালায় (অনুচ্ছেদ নং ১.৬) উল্লেখ থাকলেও তা করা হয়নি। পিসিআরেও এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রনালয় এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়।

৪. সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্পে বিদ্যমান নিয়মনীতি অনুসরণঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়/সংগ্রহ নীতিমালাসহ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্পে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম, পদ্ধতি অনুসরণের কথা নীতিমালায় (নং- ১.২২) বলা হলেও তা ক্রয় কার্যক্রমে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় পণ্য/কার্য সরবরাহ/স্থাপিত হয়েছে কিনা পরিদর্শনের সময় এ সংক্রান্ত তথ্যাদি না থাকায় তা বোঝা যাচ্ছিল না। উপরন্তু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্টসগুলো এনজিও প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ সময় (প্রতিবেদন প্রনয়নকালীন সময়ের মধ্যে) না থাকায় তা পর্যালোচনা করা যায়নি। তবে সরকারি সংস্থার সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়নের কারণে ঐ সংস্থায় এ ডকুমেন্টসগুলোর এক (০১) কপি থাকা প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীতে এগুলো দেখানো হবে মর্মে মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি জানিয়েছেন।

খ. বাজার দর যাচাই কমিটির প্রতিবেদনঃ

ডিপিপি সংশোধন সংক্রান্ত ডিপিইসি সভায় বাজার দর যাচাই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সে হিসেবে প্রত্যাশী সংস্থার ০২ জন (০১ জন মনিটরিং অফিসার ও অন্যজন সহকারী পরিচালক) এবং মন্ত্রনালয়ের এক (০১) জন সহকারী প্রধানের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি অতিরিক্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজের পরিমাণ নির্ধা রণ ও বাজার দর যাচাই এবং পন্য ক্রয়ের বাজার দর যাচাই করে প্রতিবেদন প্রনয়ন করেছে এবং হুবুহ সে অনুযায়ী ব্যয় অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। কিন্তু এ বাজার দর নির্ধারনের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের সাথে কোন সাপোর্টিং ডকুমেন্টস নেই। এ প্রতিবেদনের আলোকে জিওবি অংশে আরও ৮৭.৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। কিসের ভিত্তিতে অর্থ্যাৎ কোন উৎসের প্রেক্ষিতে এ ব্যয় নির্ধারণ করা হল তা সুস্পষ্ট নয়। এছাড়া প্রতিবেদনে উল্লিখিত অংকের মানে কিছু ভুল- ত্রুটি পলিক্ষিত হয়।

গ. ডিপিপি অনুমোদন সংক্রান্তঃ

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অবদানের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত ৩.৩০ একর জমির সম্পূর্ণ অংশ এ প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। শুধুমাত্র এ প্রকল্পের কাজে ব্যবহারযোগ্য জমির অংশের মূল্যমানই প্রত্যাশী সংস্থার অবদান হিসেবে ধরা প্রয়োজন ছিল। তাহলে সরকারি অংশের পরিমাণ আরও কম হত এবং জিওবি অংশে অর্থের সাশ্রয় ও যথাযথ ব্যবহার হত। বেসরকারি নীতিমালার আলোকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয় কর্তৃক Feasibility study এর মাধ্যমে প্রত্যাশী সংস্থার অস্তিত্ব , কার্যক্রম, গঠনতন্ত্র, নিবন্ধীকরণ, এর কার্যক্রম এলাকা , জমির কাগজপত্র , প্রকল্প এলাকা নির্ধারনের যৌক্তিকতা, প্রস্তাবিত ম্যানেজমেন্ট সেট -আপ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাল করে যাচাই করা প্রয়োজন। এছাড়া অনুমোদিত ডিপিপিতে (পৃঃ ৬) ভূমি ক্রয় সংক্রান্ত সব রেকর্ড এবং পেপারস্ MOU স্বাক্ষরের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়) কাছে দাখিল করার কথা। ফলে জিওবি অংশের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জমি সংক্রান্ত সমস্ত দলিলাদি যথাযথভাবে দাখিলের বিষয়টি মন্ত্রনালয় নিশ্চিত করবে।

ঘ. এনজিও সংশ্লিষ্টঃ

বেসরকারি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি কার্যালয় ও গঠনতন্ত্র থাকার কথা নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় গুলিস্থানে অবস্থিত। এর কার্যক্রমের বিস্তৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। এ সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষনার্থীরাও কেউ অবগত নেই। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারে স্থাপিত সাইনবোর্ডে , বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও সংস্থার নাম পরিলক্ষিত হয়নি। যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি সাহায্য প্রদান করা হল সে প্রতিষ্ঠানটির নাম কোথাও উল্লেখ না করার কারণ বোধগম্য নয়। এ সংস্থার অধীনে কিশোরগঞ্জ এলাকার কার্যক্রম কিভাবে মনিটর করা হয় কিংবা ঐ এলাকায় এর কোন অফিস রয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। সংস্থাটির বিষয়ে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। এছাড়া প্রকল্পে প্রদত্ত জমি সংস্থার আগে থেকে ভোগ দখলাধীন কিনা , সংস্থার গঠনতন্ত্র, মেমোরেন্ডাম এ্যান্ড আর্টিকেল অব এ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা যায়নি।

ঙ. সার্বিক মনিটরিং বিষয়কঃ

সরকারি- বেসরকারি নীতিমালার আলোকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত /বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিশেষ করে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পর মনিটরিং পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায় যে , চলমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সদস্য সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট গঠন করা হয় এবং সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের ০১ জন প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষন কেন্দ্রে অনুমোদিত ট্রেড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ চলছে কিনা , প্রশিক্ষনের চাহিদা আছে কিনা, ৩০% গরীবকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান নি শ্চিত হচ্ছে কিনা, যৌক্তিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ফি নির্ধারিত হচ্ছে কিনা , জিওবি অর্থায়নে স্থাপিত অবকাঠামো এবং সংগ্রহকৃত যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা , প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য- প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান অর্জিত হচ্ছে কিনা তা কিভাবে মনিটর করা হয় /হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যেহেতু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেট আপ রয়েছে তাই তারা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর মনিটরিংপূর্বক প্রতিবেদনের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়কে এসব তথ্যের বিষয়ে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। নীতিমালার ১.২৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এসব বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থা নিশ্চিত করার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তাই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে সরকারি -

বেসরকারি নীতিমালার আলোকে এ মন্ত্রনালয়ের বাস্তবায়িত প্রকল্পের মনিটরিং বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট গাইডলাইন প্রনয়ন করা যেতে পারে এবং সে অনুযায়ী সব তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।

চ. <u>নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ বিষয়কঃ</u>

সর্বোপরি 'বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ -সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালার' আলোকে বাস্তবায়িত প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম মনিটরিং মেকানিজমসহ বর্তমান সময় ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুধ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে এ নীতিমালা সংশো ধন (পবি/একনেক-১/০১/২০০৬/৪৪ স্মারকমূলে ১৬.০২.২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক সর্বশেষ সংশোধন করা হয়েছে) প্রয়োজন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় , যে উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে , সে উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছেনা। এছাড়া একই ব্যক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান একই/বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে এ সাহায্য পেয়ে থাকে। উদাহরনস্বরুপ , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের বাস্তবায়িত ০২ টি প্রকল্পের প্রত্যাশী সংস্থার চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি (মোঃ আব্দুল খালেক) বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সংস্থার নাম ভিন্ন ; যেমনঃ ১টির নাম দেশবাংলা কল্যাণ পরিষদ (ডিবিকেপি), আর অন্যটির নাম স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর আন্ডার প্রিভিলেজড ওম্যান (এসডিইউডাব্লিউ)। ফলে সরকারি সাহায্য প্রদান আর সীমিত আকারে থাকছে না এবং সাহায্য প্রদানের পরিধিও (যোগ্য অনেক প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হচ্ছে) সীমিত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রত্যাশী সংস্থার অবদানের অং শ নিশ্চিত, ট্রাস্টি বোর্ড গঠন (সদস্য, কার্যপরিধি, মনিটরিং মেকানিজম ইত্যাদি), নিয়মিত মনিটরিংএ সরকারি সংস্থার সংশ্লেষ এ বিষয়ে নীতিমালা আরও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যাশী সংস্থার আগে থেকে ভোগ দখলাধীন জমি সরকার ও সংস্থার যৌথ নামে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হবেনা (নং ১.২১) মর্মে উল্লেখ আছে। কিন্তু জমিটি যেহেতু প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই তা প্রকল্প পরিচালনার ট্রাষ্টি বোর্ডের (যেখানে সরকারি সংস্থা এবং মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত থাকবে) নামে দানপত্র করে দেয়া যেতে পারে বা এ জাতীয় কোন ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এজন্য বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ প্রয়োজন এবং এর পূর্বে এ নীতিমালার আলোকে এ পর্যন্ত গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রম উচ্চ পর্যায়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মনিটরিংপূর্বক বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ছ. নির্ধারিত সময়ের ০১ (এক) বছর পূর্বে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা এবং প্রকৃত খরচ প্রসঙ্গেঃ

প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের ১ (এক) বছর পূর্বে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে , প্রকল্পের টাইম ওভার রান না হলেও কষ্ট ওভার রান (৯.৯২%) হয়েছে এবং প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সব অর্থ ব্যয় করা হয়েছে । কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্তি ঘোষনা করা হলেও অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সমাপ্তিযোগ্য কিছু কাজ অসম্পন্ন রয়ে গেছে যা কোন মতেই কাম্য হতে পারে না এবং কাজ অসমাপ্ত রেখে সম্পূর্ন অর্থ ব্যয় কিভাবে হল সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

জ. ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সীঃ

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে , প্রকল্পের আওতায় ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সী খাতদ্বয়ে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভার সুপারিশক্রমে ব্যয় করা হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় ১% ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী খাতে সংস্থানকৃত অর্থ মার্কারী গ্লাসসহ থাই জানালা লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ১% প্রাইস কন্টিনজেন্সী খাতে সংস্থানকৃত অর্থ ইন্টার্নাল সেনেটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই খাতে ব্যয় করা হয়েছে মর্মে ডিপিইসি সভার কার্যবিবরনীতে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য, 'সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, প্রক্রিয়াকরন,অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত সংশোধিত পরিপত্র ', মে, ২০০৮ অনুযায়ী ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী /উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদনক্রমে যে কোন অঙ্গের ব্যয় ঐ অঙ্গের সর্বোচ্চ ১৫% এবং ফিজিক্যাল ওয়ার্ক এর প রিমাণ ঐ অঙ্গের সর্বোচ্চ ২% বৃদ্ধির উল্লেখ থাকলেও এক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মনীতি অনুসরন করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে কার্যবিবরণীতে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ নেই।

ঝ. প্রকল্পের অধীনে স্বাস্থ্য কার্যক্রম আরম্ভ না করা প্রসঙ্গেঃ

পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের অধীনে সংস্থানকৃত স্বা স্থ্য সেবা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়নি মর্মে পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষনা ০১ (এক) বছর পরও এ কার্যক্রম শুরু না করার বিষয়টি বোধগম্য নয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা

কার্যক্রমটি আরম্ভ করতে না পারায় প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য-'গরীব ও অসহায় যুবদের স্বা স্থ্য সেবা নিশ্চিত করা ' অর্জিত হয়নি।

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন ঃ

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্যে	অর্জন
১.	বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ৪ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে সব ট্রেডের ১ম/২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান বিধায় প্রশিক্ষিত যুবদের কি হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে তা এ পর্যায়ে বোঝা যাচ্ছেনা। তবে বিজিএমইএ কর্তৃক পরিচালিত ট্রেডের প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষন শেষে পর্যায় ক্রমে গার্মেন্টেসে চাকরি দেয়া হয়/হবে। তবে বর্তমানে চলমান এসব ট্রেডে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম মর্মে মনে হয়।
২.	জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুবদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।	জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুবদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি পরবর্তীতে তাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে।
৩.	গরীব ও অসহায় যুবকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। এবং	প্রকল্পের এ কার্যক্রমটি সম্পূর্ণভাবে আরম্ভ করা যায়নি।
৪.	৩০% গরীব যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।	এ বিষয়ে পিসিআরে অর্জিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও পরিদর্শনের সময় প্রশিক্ষণ ট্রেডে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রমটি পুরোপুরি চালু করা যায়নি বলে ৩০% গরীব যুবদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান এখনও নিশ্চিত হচ্ছেনা।

১২. উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ

পিসিআরে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়ে অর্জিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে,

ক. দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্ধারিত ০৪ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে প্রশিক্ষনের জন্য এ রকম ট্রেড নির্বাচন করা হয়নি।

খ. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ট্রেডে ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে ৩০% গরীব যুবদের বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছেনা মর্মে পরিলক্ষিত হয়। গরীব ও অসহায় যুবদের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমটি সম্পূর্ণভাবে আরম্ভ করা যায়নি বিধায় তাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা যায়নি। এক্ষেত্রে ট্রাষ্টি বোর্ডের গাফিলতি এবং মন্ত্রনালয়ের মনিটরিংএর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৩. <u>মতামত/সুপারিশ ঃ</u>

১৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে 'বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা ' যথাযথভাবে অনুসরন না করার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে (যেমনঃ বিনামূল্যে ৩০% সেবা নিশ্চিতকরণ, ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন, নিরীক্ষা ব্যবস্থা, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রক ল্পে বিদ্যমান নিয়ম নীতি অনুসরণ ইত্যাদি) এবং পরবর্তী পর্যায়ে এ সকল বিষয় সঠিকভাবে প্রতিপালন সুনিশ্চিত করতে

হবে। এছাড়া ৩০% গরীবদের বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এবং প্রচারনার বিভিন্ন মাধ্যমে (ব্যানার, মাইকিং, লিফলেট ইত্যাদি) প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সব ট্রেডে এবং হেলথ সার্ভিসে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা ট্রাষ্টি বোর্ড নিশ্চিত করবে এবং সেবা গ্রহনকারির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং তারিখসহ তথ্য সংরক্ষণে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করবে যাতে করে যে কোন সময়ে এ তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।

১৩.২ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী যেসব কাজ অদ্যাবধি সম্পন্ন করা হয়নি তা অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করতে হবে।

১৩.৩ এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই Feasibility study করতে হবে এবং স্টাডির ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকা, জমির মালিকানা, প্রত্যাশী সংস্থা, ট্রাষ্টি বোর্ড ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পূর্বেই সংগ্রহ করতে হবে (অনু ১০ এর ৪ (গ) অংশ) ।

১৩.৪ যথাযথ ও নির্ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরন না করার কারনে পরিদর্শনের সময় বিভান্তি সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতে পিসিআর প্রেরণের সময় প্রকল্পের অংগওয়ারি অগ্রগতি ভাল করে যাচাইপূর্বক তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে হবে এবং এর কোন ব্যত্যয় হলে তা পিসি আরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রনালয়কে আরও মনোযোগি ও সতর্ক হতে হবে।

১৩.৫ প্রকল্পটিকে সত্যিকার অর্থে এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান করতে, জিওবি অর্থের যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আইএমইডি'র পরিদর্শন পর্যবেক্ষনে (অনু ৯-১০) বর্ণিত বিষয়াবলী এবং এর সাথে অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে) খতিয়ে দেখার জন্য উদ্যোগী মন্ত্রনালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করতে হবে। গঠিত কমিটি এ প্রকল্প গ্রহন , বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায় বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে মতামত/সুপারিশ প্রদান করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে পূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা /মতামত গ্রহনের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। কমিটি'র প্রতিবেদন আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।